পৌরনীতি দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

পৌরনীতি দ্বিতীয় পত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়

(স্টার [*] চিহ্ন দ্বারা গুরুত্বের পরিমাণ বুঝানো হয়েছে।)

স্টার মার্ক	অধ্যায়
*****	প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও নবম
***	সপ্তম
*	তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম ও দশম

CamScanner

প্রথম অধ্যায়: ব্রিটিশ ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য ইংরেজগণ **১৬০০ সালে ২১৮ জন** সদস্য নিয়ে **লন্ডনে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'** নামে একটি বণিক সংঘ গঠন করে। **মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের** অনুমতিক্রমে **১৬১৩ সালে** ইংরেজরা **'সুরাটে'** উপমহাদেশে প্রথম কুঠি স্থাপন করে। **১৬৯৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় ইংল্যান্ডের রাজা উইলিয়ামের নামানুসারে 'ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ'** নির্মাণ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকেন্দ্র ছিল **কলকাতা**।

সম্রাট জাহাঙ্গীর

পলাশীর যুদ্ধ

নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র (নাতি) **সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬ সালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবি** মসনদে আরোহণ করেন। সিরাজ ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। সিরাজ মাত্র **২৩ বছর** বয়সে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন আরোহণ করেন। **১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধ** সংঘটিত হয়। **ফরাসি সেনানায়ক সিনফ্রে** নবাবের পক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করেন। কিন্তু **মীরজাফর, ইয়ার লতিফ ও রায়দুর্লভের বিশ্বাসঘাতকতার** কারণে নবাব পরাজিত হন।

- **সিরাজউদ্দৌলা প্রকৃত নাম-** মীর্জা মুহাম্মদ।
- **ঘষেটি বেগম ছিলেন-** আলীবর্দী খানের কন্যা।
- **নবাব আলীবর্দী খান মৃত্যুবরণ করেন-** ১৭৫৬ সালে।
- **সিরাজউদ্দৌলা বাংলার নবাব হন-** ১৭৫৬ সালে।
- **নবাব সিরাজউদ্দৌলা ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ দখল করেন-** ১৭৫৬ সালে।
- **সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা নগরী দখল করেন-** ১৭৫৬ সালে।
- **পলাশীর যুদ্ধ হয়-** ২৩ জুন, ১৭৫৭ সালে।
- **পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন-** নবাব সিরাজউদ্দৌলা।
- **কলকাতার নাম পরিবর্তন করে আলিনগর রাখেন-** সিরাজউদ্দৌলা।
- **সিরাজউদ্দৌলার হত্যাকারীর নাম-** মুহাম্মদী বেগ।
- **পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ছিল-** রবার্ট ক্লাইভ।
- **বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়-** পলাশীর যুদ্ধের পরাজয়ের ফলে।
- **বাংলার শেষ নবাব-** নিজামউদ্দৌলা (নাজিম উদ্দিন আলী খান)।

বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব মুর্শিদকুলী খান

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব নবাব সিরাজউদ্দৌলা

বাংলার শেষ নবাব নিজামউদ্দৌলা

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন

১৭৬৪ সালে রবার্ট ক্লাইভ বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দিল্লির সম্রাট **দ্বিতীয় শাহ আলমের** সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার **'দেওয়ানি সনদ'** লাভ করে।

দ্বৈত শাসন	**দ্বৈত শাসন:** বাংলার নেজামত (বিচার ও শাসন) ক্ষমতা নবাবের হাতে এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ওপর ন্যস্ত হয়। ইতিহাসে এটি **দ্বৈত শাসন** নামে পরিচিত। • **প্রবর্তন করেন-** লর্ড ক্লাইভ (১৭৬৫ সালে)। • **বিলোপ করেন-** ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২ সালে)।
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর	**ছিয়াত্তরের মন্বন্তর: ১৭৭০ সালে** (বাংলা ১১৭৬) অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ দুর্ভিক্ষে প্রায় **১ কোটি** লোক মৃত্যুবরণ করে যা ইতিহাসে **'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'** বা **'মহাদুর্ভিক্ষ'** নামে পরিচিত। • **এ সময় বাংলার গর্ভনর ছিলেন-** লর্ড কার্টিয়ার।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	• **করেন-** লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৯৩ সালে)। • **উদ্দেশ্য-** স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন। • **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এর অপর নাম-** সূর্যাস্ত আইন।

সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

১৮৮৫ সালে ভারতের প্রাচীনতম রাজনৈতিক সংগঠন **'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'** প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইংরেজ সিভিলিয়ন **অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** কংগ্রেসের উদ্বোধনী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। **দাদাভাই নওরোজী, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** প্রমুখ ব্যক্তি এই সংগঠনে যোগ দেন।

অক্টোভিয়ান হিউম

বঙ্গভঙ্গ

১৯০৫ সালের পূর্বে 'বাংলা প্রেসিডেন্সি' ছিল ভারতের সর্ববৃহৎ প্রদেশ। ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' কার্যকর হয়। লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গকে পৃথক করেন। বঙ্গভঙ্গের পর নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হয় স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার এবং 'পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের' গভর্নর নিযুক্ত হন এনড্রু ফ্রেজার।

ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আসাম নিয়ে গঠিত হয় 'পূর্বভঙ্গ ও আসাম প্রদেশ'; এর রাজধানী হয় ঢাকা। পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় 'পশ্চিমবঙ্গ' প্রদেশ; এর রাজধানী হয় কলকাতা।

আরো জানতে হবে

- বঙ্গভঙ্গ করেন- লর্ড কার্জন।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে স্বার্থ সংরক্ষণ হয়- মুসলমানদের।
- 'রাখী বন্ধন' অনুষ্ঠানের সূচনা হয়- বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে; সূচনা করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গভঙ্গের ফলাফল

ব্রিটিশদের ভাগ ও শাসন নীতির বিজয়।
ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাৎকরণ।
মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রসার।
ঢাকার উন্নয়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ।
সম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি।
মুসলিম লীগের জন্ম।
স্বদেশি আন্দোলন।
পূর্ব বাংলার উন্নতি।

স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে যে আন্দোলন গড়ে উঠে তাকে সাধারণভাবে স্বদেশী আন্দোলন বলে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার সর্বত্র বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়। কবি মুকুন্দ দাস বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে 'পরো না রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী' গান গেয়ে জনগণের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে তীব্র আবেগ সৃষ্টি করেন। স্বদেশী আন্দোলনের মূল কথা হলো, 'বিদেশী পণ্য বর্জন ও দেশী পণ্যের ব্যবহার'।

স্বদেশী আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিত্ব

ক্ষুধিরাম বসু

মাস্টার দা সূর্যসেন

প্রীতিলতা

- ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংস ফোর্ডকে হত্যার জন্য বোমা নিক্ষেপ করে- ক্ষুদিরাম।
- ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেয়া হয়- ১৯০৮ সালে।
- ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রথম নারী শহিদ- প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।
- 'চট্টগ্রাম ইউরোপীয়ান ক্লাব' আক্রমণ করেন- প্রীতিলতা (১৯৩২ সালে)।
- চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহের মহানায়ক ছিলেন- মাস্টার দা সূর্যসেন।
- মাস্টার দা সূর্যসেনের ফাঁসি হয়- ১৯৩৪ সালে।

বঙ্গভঙ্গ রদ

কংগ্রেস ও শিক্ষিত হিন্দুদের প্রবল চাপে এবং স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতায় ব্রিটিশ সরকার নতি স্বীকার করে। বঙ্গভঙ্গ রদের পর পূর্ববঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গের সাথে পুনরায় একত্রিত করে কলকাতাকে রাজধানী করে একজন গভর্নরের অধীনে 'বেঙ্গল প্রদেশ' সৃষ্টি করা হয়।

পঞ্চম জর্জ

১৯১১ সালের দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অভিষেক অনুষ্ঠানে রাজকীয় ঘোষণাবলে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং ব্রিটিশ ভারতীয় রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়।

আরো জানতে হবে

- বঙ্গভঙ্গ রদের প্রেক্ষিতে মুসলমানদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঘোষণা দেওয়া হয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে কমিশন গঠন করা হয়- নাথান কমিশন।
- নাথান কমিশন গঠনের সাথে জড়িত ছিলেন- লর্ড হার্ডিঞ্জ।
- নাথান কমিশন গঠন করা হয়- ১৯১২ সালে।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর নবাব ভিকারুল মূলকের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশনে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ একটি সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব রাখেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ঐ দিনই 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' গঠিত হয়।

খাজা সলিমুল্লাহ ঢাকার ৪র্থ নবাব ছিলেন।

আরো জানতে হবে

- বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল- মুসলিম লীগ।
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯০৬ সালে।
- মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা- নবাব স্যার সলিমুল্লাহ।
- মুসলিম লীগের প্রকৃত নাম ছিল- নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।
- মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশন হয়- ঢাকায়।
- মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন- নবাব ভিকারুলমূলক।
- মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবি করা হয়- মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে।

মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন, ১৯০৯

- ১৯০৯ সালে পাস হওয়ায় মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন, '১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল বা পরিষদ আইন' নামেও পরিচিত।
- এ আইনে ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রথম 'পৃথক নির্বাচন' বা 'প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা'র প্রবর্তন করা হয়।

আরো জানতে হবে

- খেলাফত আন্দোলনের সূচনা ঘটে- ১৯১৯ সালে।
- নেতৃত্ব দেন- মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, আবুল কালাম আজাদ।
- তুরস্কে খেলাফতের অবসান ঘটে- ১৯২৪ সালে।
- তুরস্কের খেলাফতের অবসান ঘটান- কামাল আতাতুর্ক।
- খেলাফত আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে- ১৯২৪ সালে (তুরস্কে খেলাফতের অবসান হলে)।

অসহযোগ আন্দোলন

ব্রিটিশ সরকার কুখ্যাত 'রাউলাট আইন' পাস করলে ভারতীয় জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। যা ইতিহাসে 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। এর প্রতিবাদে ১৯২০ সালে কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়।

- ❑ রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে।

- অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক- মহাত্মা গান্ধী।
- ভারত ছাড় আন্দোলন এর নেতৃত্ব দেন- মহাত্মা গান্ধী
- ভারত ছাড় আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৪২ সালে।

মহাত্মা গান্ধী

স্বরাজদল ও বেঙ্গল প্যাক্ট

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে কংগ্রেসের একাংশ ১৯২ সালে স্বরাজ পার্টি গঠন করে। চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি ১৯২৩ সালে বাংলার মুসলমানদের সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছান। এ সমঝোতা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' 'বাংলা চুক্তি' নামে পরিচিত। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে যে রিপোর্ট পেশ করে তা 'নেহেরু রিপোর্ট' নামে পরিচিত। 'নেহেরু রিপোর্ট' এর প্রতিবাদে ১৯২৯ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের দাবি সম্পর্কিত ১৪ দফা উত্থাপন করেন।

ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা হয়। ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ রাজকীয় সম্মতি লাভ করে- ২ আগস্ট, ১৯৪৫। এ আইনের অধীনে গভর্নর জেনারেলই ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের মূল স্তম্ভ। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল-

সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা	দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা
কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন	মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন	নতুন প্রদেশ সৃষ্টি
যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত	মিয়ানমারকে ভারতবর্ষ হতে পৃথকীকরণ

প্রাদেশিক নির্বাচন-১৯৩৭

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ১৯৩৭ সালে কার্যকর হলে ১৯৩৭ সালেই অবিভক্ত বাংলায় প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান ৩টি দল যথা: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টি অংশগ্রহণ করে।

আরো জানতে হবে

- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৩৭ সালে।
- ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের পর কোয়ালিশন করে সরকার গঠন করে- মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি।
- উপমহাদেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করে- ১৯৩৭ সালের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচনে।

দ্বিজাতি তত্ত্ব

মোহম্মদ আলী জিন্নাহ হিন্দু ও মুসলমানদেরকে আলাদা জাতিসত্তা হিসেবে ঘোষণা করে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের যে প্রস্তাব আনেন তাই দ্বিজাতি তত্ত্ব।

- ঘোষণা করা হয়- ১৯৩৯ সালে।
- মূল কথা- হিন্দু মুসলমান আলাদা জাতিসত্তা।

দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা মোহম্মদ আলী জিন্নাহ

লাহোর প্রস্তাব

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ অবিভক্ত পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেন। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে সর্বপ্রথম ভারতে 'একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের' দাবি উত্থাপন করা হয়।

ফজলুল হক

আরো জানতে হবে

- লাহোর প্রস্তাব পরিচিত অর্জন করে- 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে।
- ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীন 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র গঠিত হয়- লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে।
- লাহোর প্রস্তাব অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- লাহোর প্রস্তাবের অন্যতম মূল প্রস্তাব ছিল- প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।
- স্বতন্ত্র বাংলাদেশের বীজ লুকায়িত ছিল- লাহোর প্রস্তাবে।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন

১৯৪৭ সালের '৩ জুনের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা'কে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ সালে যে আইন পাস করে তা 'ভারত স্বাধীনতা আইন' নামে খ্যাত।

- এ আইনের বৈশিষ্ট্য- দুটি ডোমিনিয়ন সৃষ্টি, ব্রিটিশ দায়-দায়িত্বের অবসান এবং দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা, ভারত-পাকিস্তান সৃষ্টি ইত্যাদি।

অনুশীলনী

01. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয় কত সালে?
A. ১৫০০ B. ১৬০০ C. ১৭০০ D. ১৭৫০

02. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপন করে কত সালে?
A. ১৫৯৮ B. ১৬৯৮ C. ১৭৫৭ D. ১৭৯৮

03. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে বাংলা-বিহার উড়িষ্যার 'দেওয়ানি সনদ' লাভ করে?
A. ১৫৬৫ B. ১৬৬৫
C. ১৭৫৭ D. ১৭৬৫

04. ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম রাজনৈতিক দল গঠিত হয় কত সালে?
A. ১৮৬১ B. ১৮৬৯ C. ১৮৭৩ D. ১৮৮৫

05. বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?
A. রবার্ট ক্লাইভ B. ওয়ারেন হেস্টিংস
C. লর্ড কার্জন D. উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক

06. ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রধান কারণ কোনটি?
A. রাজনৈতিক B. প্রশাসনিক C. অর্থনৈতিক D. ধর্মীয়

07. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা কার?
A. নবাব স্যার সলিমুল্লাহ B. এ. কে. ফজলুল হক
C. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
D. মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

08. 'বেঙ্গল প্যাক্ট' কত সালে সম্পাদিত হয়?
A. ১৯১৬ B. ১৯১৯ C. ১৯২০ D. ১৯২৩

09. বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্দেশ্য ছিল-
A. ভারতের স্বাধীনতা লাভ B. হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সাধন
C. মুসলিম নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা D. হিন্দু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

উত্তরমালা									
01	B	02	B	03	D	04	D	05	C
06	B	07	A	08	D	09	B		

10. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কোন রাজ্যকে বিভক্ত করা হয়?
A. দিল্লি B. ব্রহ্মদেশ
C. বিহার D. উড়িষ্যা

11. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
A. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার B. ভারত সচিবের পদ সৃষ্টি
C. পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা D. প্রদেশে দ্বৈত শাসন

12. ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের পর অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন কে?
A. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ B. এ. কে. ফজলুল হক
C. খাজা নাজিমুদ্দীন D. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

13. ১৯৪০ সালের সংঘটিত ঘটনা কোনটি?
A. দ্বি-জাতি তত্ত্ব B. বেঙ্গল প্যাক্ট
C. লাহোর প্রস্তাব D. লক্ষ্ণৌ চুক্তি

14. জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় কত সালে?
A. ১৯১৯ B. ১৯২০ C. ১৯২১ D. ১৯১২

15. 'একজাতি একরাষ্ট্র' কোন তত্ত্বের মূলমন্ত্র?
A. দ্বিজাতি তত্ত্ব B. কৃষক-প্রজা তত্ত্ব
C. প্রজাতত্ত্ব D. স্বদেশি তত্ত্ব

16. বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করা হয়েছিল কত তারিখে?
A. ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর B. ১৯০৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর
C. ১৯০৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর D. ১৯১১ সালের ১ অক্টোবর

17. পলাশী যুদ্ধ শুরু হয় কত তারিখে?
A. ১৫৫৭ সালের ২৩ জুন B. ১৬৫৭ সালের ২৩ জুন
C. ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন D. ১৭৬৫ সালের ২৩ জুন

18. ভারতীয় জাতীয় গণকংগ্রেস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
A. ১৮৮৫ B. ১৮৯০
C. ১৯০৫ D. ১৯১৯

19. কোন আইনের মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয়?
A. কাউন্সিল আইন, ১৮৯২
B. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন, ১৯০৯
C. ভারত শাসন আইন, ১৯১৯
D. ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫

20. লাহোর প্রস্তাবে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়?
A. পূর্বাঞ্চল B. পশ্চিমাঞ্চল
C. উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল D. দক্ষিণাঞ্চল

21. মন্ত্রিমিশনের সদস্য সংখ্যা ছিল-
A. ২ জন B. ৩ জন
C. ৪ জন D. ৫ জন

উত্তরমালা

10	B	11	A	12	B	13	C	14	A
15	A	16	A	17	C	18	A	19	B
20	C	21	B						

22. দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে?
A. শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক
B. মওলানা আবুল কালাম আজাদ
C. নবাব স্যার সলিমুল্লাহ D. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ

23. মুসলিম লীগ গঠিত হয় কত সালে?
A. ১৯০৫ B. ১৯০৬
C. ১৯০৯ D. ১৯১১

24. ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রাজনৈতিক দল কোনটি?
A. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস B. কৃষক-প্রজা পার্টি
C. মুসলিম লীগ D. নেজামে ইসলাম

25. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?
A. ইংরেজদের স্বতন্ত্র নির্বাচন B. হিন্দুদের স্বতন্ত্র নির্বাচন
C. এ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের স্বতন্ত্র নির্বাচন
D. মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচন

26. ভারত সচিব পদ বিলুপ্ত হয় কত সালে?
A. ১৯৪০ B. ১৯৪২ C. ১৯৪৬ D. ১৯৪৭

27. লাহোর প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
A. স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা
B. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করা
C. আঞ্চলিক অখণ্ডতা
D. অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

28. অখণ্ড বাংলার আন্দোলন শুরু করেন কে?
A. শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক
B. মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
C. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
D. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

29. কত সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষ ত্যাগ করে?
A. ১৯৪৬ B. ১৯৪৭ C. ১৯৪৮ D. ১৯৫২

30. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
A. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার B. ভারত সচিবের পদ সৃষ্টি
C. পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা D. প্রদেশে দ্বৈতশাসন

31. কত সালে ভারতে কোম্পানীর শাসনের পরিবর্তে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয়?
A. ১৭৫৭ B. ১৮৫৭
C. ১৮৫৮ D. ১৯৪৭

32. কোন আইনের ব্যর্থতার কারণে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন তৈরি হয়?
A. কোম্পানি আইন B. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
C. ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১
D. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন

উত্তরমালা

22	D	23	B	24	A	25	D	26	D
27	B	28	D	29	B	30	A	31	C
32	D								

CamScanner

33. ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?
A. লর্ড কার্জন B. লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন
C. লর্ড ক্যানিং D. লর্ড বেন্টিঙ্ক

34. 'মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন' পাস হয় কত সালে?
A. ১৯০৫ B. ১৯০৬ C. ১৯০৮ D. ১৯০৯

35. ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অপর নাম কী?
A. ভারতীয় কাউন্সিল আইন
B. মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন
C. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন
D. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

36. বঙ্গভঙ্গের পর নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের রাজধানী হয়-
A. কলিকাতা B. মুর্শিদাবাদ C. ঢাকা D. সোনারগাঁও

37. ভারতবর্ষের কোন আইনে কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়?
A. ১৯০৯ B. ১৯১৯ C. ১৯৩৫ D. ১৯৪৭

38. কোনটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য নয়?
A. সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র B. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
C. স্বাধীন বিচার বিভাগ D. পৃথক নির্বাচন

39. ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে কোনটির অবসান ঘটে?
A. ব্রিটিশ শাসন B. নির্বাচন ব্যবস্থা
C. কংগ্রেস সরকার D. আমলাতন্ত্র

40. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনে আইনে নতুন কয়টি প্রদেশ সৃষ্টি হয়?
A. ১টি B. ২টি C. ৩টি D. ৪টি

41. অখন্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ছিলেন-
A. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
B. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ C. খাজা নাজিমুদ্দিন
D. শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক

42. ঢাকা প্রথম রাজধানী হয় কত সালে?
A. ১৬১০ B. ১৯০৫ C. ১৯৪৭ D. ১৯৭১

43. কত সালে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা পেশ করা হয়?
A. ১৯৪৪ B. ১৯৪৫ C. ১৯৪৬ D. ১৯৪৭

44. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভার উচ্চ কক্ষের নাম কী ছিল?
A. মন্ত্রিপরিষদ সভা B. জেনারেল সভা
C. ব্যবস্থাপক সভা D. রাষ্ট্রীয় সভা

45. লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয় ১৯৪০ সালের মার্চ মাসের কোন তারিখে?
A. ১৩ B. ২৩ C. ২৬ D. ৩০

46. ব্রিটিশ ভারতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পর কার হাতে জরুরি ক্ষমতা ছিল?
A. রাজপ্রতিনিধি B. ভারত সচিব
C. পার্লামেন্ট D. গভর্নর জেনারেল

উত্তরমালা										
33	B	34	D	35	B	36	C	37	C
38	C	39	A	40	B	41	A	42	A
43	C	44	D	45	B	46	D		

47. মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার সদস্য কে ছিলেন?
A. স্যার র‍্যাড ক্লিফ B. স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস
C. লর্ড ওয়াভেল D. লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন

48. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কোন রাজ্যকে পৃথক করা হয়?
A. বিহার B. বার্মা C. উড়িষ্যা D. আসাম

49. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কোনটি?
A. সম্মিলিত নির্বাচন B. স্বাধীনতা
C. প্রাদেশিক বিভাগগুলোয় শ্রেণিবিন্যাস
D. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

50. ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে কোন প্রদেশকে বিভক্ত করা হয়?
A. বঙ্গ B. পূর্ব বাংলা ও আসাম
C. বাংলাদেশ D. বাংলা প্রেসিডেন্সি

51. ৩ জুন পরিকল্পনা কী?
A. ভারত বিভক্ত করার পরিকল্পনা
B. বাংলাদেশ স্বাধীন করার পরিকল্পনা
C. বাংলা প্রদেশ বিভক্ত করার পরিকল্পনা
D. পাঞ্জাব প্রদেশ বিভক্ত করার পরিকল্পনা

52. দ্বৈত শাসন বলতে কোন ধরনের শাসনকে বোঝায়?
A. দু'জনের শাসন B. দু'টি রাষ্ট্রের শাসন
C. দু'টি প্রদেশের শাসন
D. প্রশাসনে দু'টি কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি

53. ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হয় কত সালে?
A. ১৯০৬ B. ১৯০৯ C. ১৯৩৫ D. ১৯৪৬

54. কোন সম্রাটের আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার জন্য রানি এলিজাবেথের নিকট থেকে অনুমতি লাভ করে?
A. নবাব সিরাজউদ্দৌলা B. নবাব আলীবর্দী খান
C. সম্রাট জাহাঙ্গীর D. সম্রাট বাহাদুর শাহ

55. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা কে প্রবর্তন করেন?
A. লর্ড মাউন্টব্যাটেন B. লর্ড কর্নওয়ালিশ
C. লর্ড ডাফরিন D. লর্ড রিপন

56. এই উপমহাদেশে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম কখন সংঘটিত হয়?
A. ১৭৫৭ B. ১৮৫৭ C. ১৮৬১ D. ১৮৮৫

57. ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের পর অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন কে?
A. খাজা নাজিমুদ্দীন B. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
C. স্যার সৈয়দ আহমেদ D. এ.কে. ফজলুল হক

58. কোন গভর্নর জেনারেল বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন?
A. লর্ড কার্জন Bডালহৌসি C. মাউন্টব্যাটেন D. হেস্টিংস

59. বঙ্গভঙ্গ রদের সঠিক মূল্যায়ন কোনটি?
A. মুসলমানদের অভিযান B. হিন্দুদের বিজয়
C. ব্রিটিশ স্বার্থের রাজনীতি D. বাঙালির মোহভঙ্গ

উত্তরমালা										
47	B	48	B	49	D	50	D	51	A
52	D	53	B	54	C	55	B	56	B
57	D	58	A	59	C				

CamScanner

60. 'আমি সব সময় অখন্ড বাংলার পক্ষপাতী'- উক্তিটি কার?
A. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী B. খাজা নাজিমুদ্দিন
C. এ. কে. ফজলুল হক D. আবুল হাশিম

61. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে শাসন সংক্রান্ত বিষয়কে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?
A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ৫

62. কোন সম্রাটের রাজত্বকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে আগমন করে?
A. আকবর B. জাহাঙ্গীর C. হুমায়ুন D. বাবর

63. ইউরোপীয়দের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রথম আগমন করে কারা?
A. ব্রিটিশরা B. পর্তুগিজরা C. ফরাসিরা D. ডাচরা

64. রেগুলেটিং অ্যাক্ট কত সালে পাস হয়?
A. ১৭৬৯ B. ১৭৬৩ C. ১৭৭৩ D. ১৭৭৬

65. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল কোনটি?
A. জমির মালিকানা কৃষকদের
B. হিন্দু জমিদারদের জমির মালিকানা
C. মুসলিম জমিদারদের অভ্যুদয়
D. ভূমি রাজস্বের ক্রমহ্রাসমান অবস্থান

66. কোন চুক্তির বলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার 'দেওয়ানি সনদ' লাভ করে?
A. এলাহাবাদ চুক্তি B. মারী চুক্তি
C. পুনা চুক্তি D. আলীনগর চুক্তি

67. 'ভারত শাসন আইন ১৮৫৮' কখন পাস হয়?
A. ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসে B. ১৮৫৭ সালের এপ্রিল মাসে
C. ১৮৫৬ সালের মার্চ মাসে D. ১৮৫৫ সালের জুন মাসে

68. কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষের শাসনভার কে গ্রহণ করেন?
A. ১ম রানি এলিজাবেথ B. রানি ভিক্টোরিয়া
C. ২য় রানি এলিজাবেথ D. রাজা পঞ্চম জর্জ

69. কোন আইন দ্বারা বাংলা অঞ্চল প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়?
A. মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন B. ভারত শাসন আইন, ১৯১৯
C. ভারতীয় কাউন্সিল আইন ১৮৬১
D. ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫

70. কে 'Arms Act' পাস করেন?
A. লর্ড কার্জন B. বড়লাট লিটন
C. লর্ড ক্রস D. লর্ড মাউন্টব্যাটেন

71. কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন কে?
A. চিত্তরঞ্জন দাশ B. উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
C. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় D. মহাত্মা গান্ধী

72. বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতবর্ষের গভর্নর ছিলেন কে?
A. লর্ড মিন্টো B. লর্ড ডাফরিন C. লর্ড ক্রস D. লর্ড কার্জন

উত্তরমালা									
60	A	61	B	62	A	63	B	64	C
65	B	66	A	67	A	68	B	69	C
70	B	71	B	72	D				

73. ইংরেজ শাসকদের অনুসৃত কুখ্যাত প্রশাসনিক নীতি ছিল কোনটি?
A. Divide and Rule B. Rule and Divide
C. Devide and Rule D. Real and Divide

74. বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন কে?
A. লর্ড কার্জন B. লর্ড ক্রস C. লর্ড মিন্টো D. লর্ড ডারফিন

75. বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করা হয়েছিল কত তারিখে?
A. ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর B. ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর
C. ১৯১১ সালের ১ সেপ্টেম্বর D. ১৯১১ সালের ১ অক্টোবর

76. সর্বপ্রথম বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করার সুপারিশ করেন কে?
A. চার্লস গ্রান্ট B. লর্ড কার্জন C. হিউম D. ব্যামফিল্ড ফুলার

77. পূর্বভঙ্গ ও আসাম গঠিত হয় নিচের কোন অঞ্চল নিয়ে?
A. পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম
B. ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও আসাম
C. পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা D. আসাম ও পূর্ববঙ্গ

78. বঙ্গভঙ্গ ১৯১১ সালের কত তারিখে রদ ঘোষণা করা হয়?
A. ১২ অক্টোবর B. ১ নভেম্বর C. ১৫ ডিসেম্বর D. ১২ ডিসেম্বর

79. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রধান কারণ কী?
A. পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের সান্তনা দেওয়া
B. হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি সৃষ্টি
C. পূর্ববঙ্গে একটি অনুগত মুসলিম শ্রেণি সৃষ্টি
D. পূর্ববঙ্গের শিক্ষাগত মান উন্নয়ন

80. বঙ্গভঙ্গ কেন রদ করা হয়?
A. হিন্দুদের তীব্র আন্দোলনের কারণে
B. প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার কারণে
C. বর্ণবৈষম্যের কারণে D. স্বার্থবাদী মহলের কারণে

81. মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন কে?
A. এ.কে.ফজলুল হক B. আগা খান
C. মওলানা ভাসানী D. শহীদ সোহরাওয়ার্দী

82. ১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের উদ্যোক্তা কে ছিলেন?
A. নবাব আব্দুল গনি B. নবাব আহসান উল্লাহ
C. নবাব স্যার সলিমুল্লাহ D. নবাব নাজিম উদ্দিন উলমুলক

83. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন কে গঠন করেন?
A. স্যার সৈয়দ আহমদ B. জিন্নাহ
C. স্যার সলিমুল্লাহ D. সৈয়দ আমীর আলী

84. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ কী ছিল?
A. কংগ্রেসে মুসলমানদের আধিপত্য হ্রাস
B. কংগ্রেসে মুসলমানদের আধিপত্য বৃদ্ধি
C. কংগ্রেসে হিন্দুনেতার আধিপত্য হ্রাস
D. হিন্দুনেতার রাজনৈতিক অনীহা

উত্তরমালা									
73	A	74	A	75	A	76	A	77	B
78	D	79	A	80	A	81	B	82	C
83	D	84	A						

85. আলীগড় আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন?
A. হাজী শরীয়তউল্লাহ
B. তিতুমীর
C. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
D. স্যার সৈয়দ আহমদ খান

86. লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদন করা হয় কেন?
A. স্বায়ত্তশাসনের জন্য
B. হিন্দু-মুসলিম স্বার্থ সমন্বয়ে
C. ভাষার দাবিতে
D. খাদ্যের দাবিতে

87. ভারত শাসন আইন অনুমোদিত হয় ১৯৩৫ সালের কত তারিখে?
A. ১ আগস্ট
B. ৩ আগস্ট
C. ৫ আগস্ট
D. ২ আগস্ট

88. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কতটি ধারা ছিল?
A. ৩২১
B. ৩২০
C. ৩১৯
D. ৩১৮

89. প্রাদেশিক গভর্নর কত প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন?
A. ২ প্রকার
B. ৩ প্রকার
C. ৪ প্রকার
D. ৫ প্রকার

90. সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয় কত সালে?
A. ১৯৩৫ সালে
B. ১৯২৫ সালে
C. ১৯৩০ সালে
D. ১৯৪৫ সালে

91. কে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন?
A. স্যার আবদুর রহিম
B. মওলানা ভাসানী
C. এ.কে. ফজলুল হক
D. সৈয়দ আমির আলী

92. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কী ছিল?
A. ভারতের স্বায়ত্তশাসন
B. ব্রিটিশ রাজত্ব দীর্ঘায়িত করা
C. ভারতীয়দের রাজনীতিমুখী করা
D. প্রাদেশিক আইন পরিষদ গঠন

93. দ্বি-জাতি তত্ত্বের মূল ভিত্তি কী ছিল?
A. আঞ্চলিকতা
B. সংস্কৃতি
C. ধর্ম
D. অর্থনীতি

94. পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তিমূলে কোনটি ছিল?
A. ক্রিপস্ মিশন
B. কেবিনেট মিশন
C. দ্বি-জাতি তত্ত্ব
D. পুনা চুক্তি

উত্তরমালা									
85	D	86	B	87	D	88	A	89	B
90	A	91	A	92	D	93	C	94	C

95. 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে অভিহিত করা হয় কোন প্রস্তাবকে?
A. ভারত স্বাধীনতা প্রস্তাব
B. লাহোর প্রস্তাব
C. ভারত বিভাগ প্রস্তাব
D. বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব

96. মুসলিম লীগের দিল্লি প্রস্তাব কে উপস্থাপন করেন?
A. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
B. এ. কে. ফজলুল হক
C. মোহম্মদ আল জিন্নাহ
D. আবুল হাশিম

97. মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার প্রধান কে ছিলেন?
A. লর্ড কার্জন
B. লর্ড কর্নওয়ালিস
C. স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস
D. লর্ড ক্লাইভ

98. ক্লেমেন্ট রিচার্ড অ্যাটলি কে ছিলেন?
A. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী
B. ভারত সচিব
C. ব্রিটিশ মন্ত্রী
D. ভারতের গভর্নর জেনারেল

99. মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল কোনটি?
A. হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার মতবিরোধের অবসান ঘটানো
B. ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর
C. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা
D. হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

100. স্বাধীন অখন্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ইতিহাসে কী নামে খ্যাত?
A. জিন্নাহ-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব
B. বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব
C. জিন্নাহ-ফজলুল হক প্রস্তাব
D. গান্ধী-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব

101. অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন কে?
A. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
B. শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক
C. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
D. আবুল মনসুর আহমেদ

102. লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা মূলত কী?
A. ভারত হস্তান্তর পরিকল্পনা
B. ৩ জন পরিকল্পনা
C. ৬ জুন পরিকল্পনা
D. ভারত গড়ার পরিকল্পনা

উত্তরমালা									
95	B	96	D	97	C	98	A	99	A
100	B	101	A	102	B				

দ্বিতীয় অধ্যায়: পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র **'দ্বিজাতি তত্ত্বের'** ভিত্তিতে **১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট 'পাকিস্তান'** রাষ্ট্রের জন্ম হয়। **'ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদ'** ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির মূলভিত্তি।

পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুসারে পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি **'গণপরিষদ'** গঠিত হয়। গণপরিষদে মোট **৬৯** জন সদস্যের মধ্যে পূর্ব বাংলার সদস্য ছিল **৪৪** জন। প্রথম গণপরিষদের **প্রথম বৈঠক** বসে করাচিতে। **১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট** মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন।

- **গণপরিষদে প্রথম অধিবেশন বসে-** করাচিতে (২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ সালে)।
- **প্রথম শাসনতন্ত্র কার্যকর হয়-** ২৩ মার্চ, ১৯৫৬ সালে।
- **প্রথম সামরিক আইন জারি হয়-** ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ সালে।
- **প্রথম সামরিক আইন জারি করেন-** ইস্কান্দার মির্জা।
- **প্রথম সামরিক আইনের প্রধান শাসনকর্তা-** জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খান।
- **পাকিস্তানে দ্বিতীয় সামরিক আইন জারি করা হয়-** ২৫ মার্চ, ১৯৬৯।
- **দ্বিতীয় সামরিক আইন জারি করেন-** ইয়াহিয়া খান।

আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

- **প্রতিষ্ঠাকাল-** ২৩ জুন, ১৯৪৯
- **প্রতিষ্ঠিত হয়-** ঢাকার টিকাটুলির কে এম দাস লেন রোডের রোজ গার্ডেন প্যালেসে।
- **প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক-** শামসুল হক।
- **প্রতিষ্ঠাতাযুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-** শেখ মুজিবুর রহমান।
- **শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন-** ১৯৫৩ সালে।
- **আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয়-** ১৯৫৫ সালে।
- **শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি নির্বাচিত হন-** ১৯৬৬ সালে।

আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০% লোকের মুখের ভাষা ছিল **বাংলা** এবং পাকিস্তানের মাত্র ৩.২৭% লোকের মুখের ভাষা ছিল **উর্দু**। এমতাবস্থায় ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। ১৯৪৭ সালে হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত **'উর্দু সম্মেলনে'** এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য **ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ** কর্তৃক উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। তাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ** এবং **ড. মুহাম্মদ এনামুল হকসহ** বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী প্রবন্ধ লিখে প্রতিবাদ জানান।

তমদ্দুন মজলিস

- **ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন-** তমদ্দুন মজলিস।
- **প্রতিষ্ঠিত হয়-** ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সালে (ঢাকার আজিমপুরে)।
- **প্রতিষ্ঠা করেন-** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাসেম।
- **ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা-** 'পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দু'।

'পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দু' পুস্তিকা

অধ্যাপক কাজী মোতাহের হোসেন, আবুল মনসুর আহমেদ ও আবুল কাসেম **৩টি প্রবন্ধ** নিয়ে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক প্রকাশিত পুস্তিকায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আহ্বান জানানো হয়।

ভুল নয় সঠিক তথ্য জানুন: বাজারের প্রচলিত অনেক বইতে দেয়া আছে, তমুদ্দিন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয় ২ সেপ্টেম্বর। তথ্যটি ভুল। **তমুদ্দিন মজলিস ঢাকার আজিমপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।** *[তথ্যসূত্র: 'পৌরনীতি ও সুশাসন (দ্বিতীয় পত্র): প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক' এবং 'বাংলাপিডিয়া']*

১৯৪৮ সাল

২৫ ফেব্রুয়ারি	১৯৪৮ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদে অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য **ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত** উর্দুর সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব রাখেন।
১১ মার্চ	বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য **'সংগ্রাম পরিষদ'** গঠিত হয়। এ **'সংগ্রাম পরিষদের'** আহ্বায়ক ছিলেন **শামসুল হক**। গণপরিষদে **ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের** প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় ১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময়কালে প্রতিবছর **১১ মার্চ 'ভাষা দিবস'** পালন করা হতো।
২১ মার্চ	**১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ** রেসকোর্স ময়দানে **'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অপর কোনো ভাষা নয়'** ঘোষণা দেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
২৪ মার্চ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে **'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'** ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করলে উপস্থিত ছাত্ররা **'না না'** তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

১৯৫২ সাল

২৬ জানুয়ারি	'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণা করেন পাকিস্তানের তৎকালীন **প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন**।
৩১ জানুয়ারি	মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দলের সভায় **'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'** গঠিত হয়। যার আহ্বায়ক ছিলেন **কাজী গোলাম মাহবুব**। **'সংগ্রাম পরিষদ'** ২১ ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) **'বৃহস্পতিবার' 'রাষ্ট্রভাষা দিবস'** পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।
১৬ ফেব্রুয়ারি	**'রাষ্ট্রভাষা বাংলা'** ও **'বন্দী মুক্তির'** দাবিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।
২০ ফেব্রুয়ারি	**নুরুল আমিন সরকার** ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য **১৪৪ ধারা** জারি করে এবং সভা, সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।
২১ ফেব্রুয়ারি	ছাত্রনেতা **গাজীউল হকের** সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় **কলাভবনের আমতলায়** যে ঐতিহাসিক সভা শুরু হয় সেখানে ছাত্রনেতা আবদুল মতিনের প্রস্তাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পেশ করার জন্য প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে (বর্তমান জগন্নাথ হল মিলনায়তনে) যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাদের মুখে ছিল **'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'** স্লোগান। শান্তিপূর্ণ এ মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে সমবেত হয়। পুলিশ উপস্থিত ছাত্রজনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ বাধে। সেদিন মিছিলে অংশ নেওয়া **রফিক উদ্দিন** পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই শহিদ হন।

- ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি **প্রথম শহিদ দিবস** পালিত হয়।
- ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে **বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা** হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ভাষা আন্দোলনের অবদান

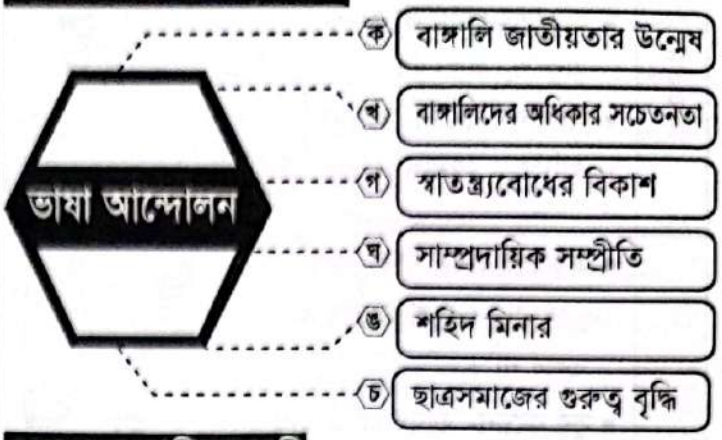

আন্দোলনকালীন পদবী

- পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন- নূরুল আমীন।
- পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- খাজা নাজিমউদ্দিন।

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যা কিছু প্রথম

কবিতা

- একুশের প্রথম কবিতা- 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'।
- কবিতাটি প্রথম পাঠ করেন- চৌধুরী হারুনূর রশীদ।
- কবিতাটি প্রথম পাঠ করা হয়- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সাল; লালদীঘি ময়দান, চট্টগ্রাম।

প্রথম কবিতা লিখেন কবি মাহবুবুল আলম চৌধুরী

নাটক

- একুশের প্রথম নাটক- 'কবর'।
- কবর নাটকটির রচনা কাল- ১৯৫৩ সাল।
- মুনীর চৌধুরী নাটকটি রচনা করেন- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকাকালে।
- কবর নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (১৯৫৩ সালে)।

কবর নাটকটি রচনা করেন মুনীর চৌধুরী

উপন্যাস

- একুশের প্রথম উপন্যাস- 'আরেক ফাল্গুন'।
- বই আকারে মুদ্রিত হয়- ১৯৬৯ সালে।

'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটি রচনা করেন জহির রায়হান

সংকলন

- একুশের প্রথম সংকলন- একুশে ফেব্রুয়ারি।
- সম্পাদন করেন- হাসান হাফিজুর রহমান।

হাসান হাফিজুর রহমান একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন

গান

- একুশের প্রথম গান- 'ভুলব না ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না'।
- সুর করেন- তারই ছোট ভাই নিজামুল হক।

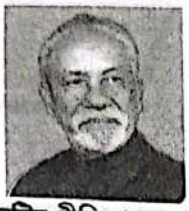

গানটির গীতিকার ভাষা সৈনিক গাজীউল হক

ভুল নয় সঠিক তথ্য জানুন: বাজারের প্রচলিত অনেক বইতে দেয়া আছে একুশের প্রথম গান হচ্ছে, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'; তথ্যটি ভুল। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের ঘটনা সারা দেশকে কাঁপিয়ে দেয়ার পর তা নিয়ে প্রথম গান লিখেন ভাষা সংগ্রামী গাজীউল হক। গানটি ছিল- 'ভুলব না ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না'।

তথ্যসূত্র: প্রথম আলো ও উইকিপিডিয়া।

প্রভাত ফেরির গান

- প্রথম প্রভাতফেরির গান- 'মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল...'
- রচয়িতা- মোশারেফ উদ্দিন আহমদ।

চলচ্চিত্র

- একুশের প্রথম চলচ্চিত্র- জীবন থেকে নেয়া।
- পরিচালক- জহির রায়হান (মুক্তি পায়- ১০ এপ্রিল, ১৯৭০)।
- 'আমার সোনার বাংলা' গানটি 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রে প্রথম ব্যবহার করা হয়।
- এই চলচ্চিত্রে চিত্রায়িত গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- 'এ খাঁচা ভাঙ্গব আমি কেমন করে', 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি', 'কারার ঐ লৌহ কপাট'।

জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্রে শ্লোগান হিসেবে ছিল- "একটি দেশ, একটি সংসার, একটি চাবির গোছা, একটি আন্দোলন"

ভাষা আন্দোলনের শহিদ

রফিকউদ্দিন আহমদ
ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ। তাঁর জন্ম মানিকগঞ্জে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন।

আবদুল জব্বার
ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় শহিদ। তাঁর জন্ম ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁওয়ের পাঁচুয়ায়। পেশায় ছিলেন দর্জি।

আবুল বরকত (আবাই)
তাঁর ডাকনাম ছিল- আবাই। জন্ম মুর্শিদাবাদের বাবলা গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন।

আবদুস সালাম
তাঁর জন্ম ফেনী জেলায়। পেশায় সচিবালয়ের পিয়ন ছিলেন।

শফিউর রহমান
তাঁর জন্ম চব্বিশ পরগণা জেলার কোন্নগরে। পেশায় ঢাকা হাইকোর্টের কেরানি ছিলেন।

কিশোর অহিউল্লাহ
সর্বকনিষ্ঠ শহিদ। বয়স ছিল ৯ বছর। পরিচয়- শিশু শ্রমিক।

আবদুল আউয়াল
পেশায় ছিলেন রিকশাচালক। জন্ম- গেন্ডারিয়া, ঢাকা (সম্ভবত)।

অজ্ঞাত বালক
কার্জন হল এলাকায়।

- ২০০৪ সালে বিবিসি বাংলা'র করা জরিপে 'সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ ২০ বাঙালি'র তালিকায় বায়ান্ন'র ভা আন্দোলনের শহিদগণের অবস্থান ১৫তম।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন ১৯৫৪

- যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়- ৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে।
- যুক্তফ্রন্টের প্রধান অফিস ছিল- সদরঘাটের ৫৬, সিমসন রোডে।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন হয়- ১৯৫৪ সালে।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল- নৌকা।
- নির্বাচনে জয়লাভ করে- যুক্তফ্রন্ট (মোট ৩০৯টি আসনের ২২৩টি)।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠন

চিত্রের ব্যক্তিরা সবাই মিলে ১৯৫৩ সালে ৪ঠা ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন।

যুক্তফ্রন্টের দল ছিল ৪টি

১৯৫৪ সালে 'যুক্তফ্রন্ট' নেতাগণ ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা শহিদের স্মৃতি অম্লান করে রাখতে তাদের কর্মসূচিকে **'২১টি দফায়'** লিপিবদ্ধ করেন। ২১ দফা দাবির প্রথম দাবি ছিল 'বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে'। যুক্তফ্রন্টের সভাপতি হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু

১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হন শেরে বাংলা **এ.কে. ফজলুল হক**। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩৪ বছর বয়সে এই মন্ত্রিসভায় কৃষিঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

কোয়ালিশন সরকার, ১৯৫৬

১৯৫৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এ সরকারের মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান **'শিল্প ও বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের'** দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধান

সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল-

- পাকিস্তানকে একটি **'ইসলামি প্রজাতন্ত্র'** বলে আখ্যায়িত করা হয়।
- **সংবিধানটি ছিল-** পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত সংবিধান।

কাগমারী সম্মেলন ১৯৫৭

১৯৫৭ সালের ৬-১০ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে **টাঙ্গাইলের সন্তোষ-কাগমারীতে** 'কাগমারী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন **মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী** এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী**।

- **পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে পাকিস্তানকে 'আসসালামুআলাইকুম' জানান-** মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
- **মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাপ গঠন করেন-** ১৯৫৭ সালে।

'মাওপন্থী কম্যুনিস্ট' ধারার রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকার কারনে তিনি **'রেড মওলানা'** নামেও পরিচিত হন।

সামরিক শাসন ১৯৫৮

১৯৫৮ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানে প্রথম সামরিক আইন (Martial Law) জারি করেন এবং ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেন।

- **আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন-** ইস্কান্দার মির্জা।
- **আইয়ুব খান ইস্কান্দার মীর্জাকে অপসারণ করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন-** ১৯৫৮ সালে।
- **সামরিক শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে আইয়ুব খান 'মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ' জারি করেন-** ১৯৫৯ সালে।
- **মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশের স্তর ছিল-** ৪টি।
- **পূর্ব পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্রীর সংখ্যা ছিল-** ৪০ হাজার।

১৯৫৮-১৯৬৯ সময়কাল পর্যন্ত ইতিহাসে 'আইয়ুব দশক' নামে পরিচিত।

সম্মিলিত বিরোধী জোট

১৯৬৪ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। যা 'সম্মিলিত বিরোধী জোট' (Combined Opposition Party-COP) নামে পরিচিত। **এ জোটের দলগুলো হলো-**

১. পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
২. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
৩. পাকিস্তান মুসলিম লীগ
৪. নেজাম-ই-ইসলাম
৫. জামায়াতে ইসলামী

NDF গঠন

১৯৬২ সালে আইয়ুব বিরোধী ও গণতন্ত্রের স্বপক্ষ শক্তিসমূহের একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠিত হয়। এ ফ্রন্টের নামকরণ করা হয় 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' যা সংক্ষেপে NDF নামেই সমধিক পরিচিত। NDF এর স্বপ্নদ্রষ্টা ও মূল নেতা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী।

নিউক্লিয়াস

১৯৬২ সালে তিনজন ছাত্রনেতা ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে গোপন সংগঠন **'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'** গঠন করেন। ৫ সদস্যের এই সংগঠনটি পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের 'নিউক্লিয়াস' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। নিউক্লিয়াসের তিনজন সদস্য ছিলেন–

১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচি

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক **'ছয় দফা কর্মসূচি'** পেশ করেন। পরবর্তীতে **২৩ মার্চ, ১৯৬৬** লাহোরে এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ছয় দফা ঘোষণা করেন। এ কর্মসূচিকে তিনি **'পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি'** বলে অভিহিত করেন।

- **ছয়দফা রচিত হয়-** লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে।
- **বিরোধী দলের সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়-** ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।
- **ছয়দফা সম্বলিত প্রথম পুস্তিকার নাম-** 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি'।
- **বাঙালি জাতির 'মুক্তির সনদ' বা পূর্ব পাকিস্তানের ম্যাগনাকার্টা বলা হয়-** ৬ দফাকে।
- **ছয় দফা দিবস-** ৭ জুন।
- **ছয় দফা আন্দোলনের প্রথম শহিদ-** মনু মিয়া।
- **ছয় দফা কর্মসূচি মূলত-** অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি।

ছয় দফা কর্মসূচি

১ম দফা	শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি
২য় দফা	কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
৩য় দফা	মুদ্রা বা অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা
৪র্থ দফা	রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা
৫ম দফা	বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের
৬ষ্ঠ দফা	'আধা-সামরিক বাহিনী' বা 'মিলিশিয়া' গঠন করার ক্ষমতা

ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব

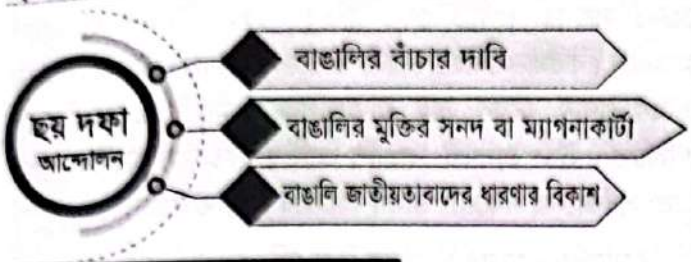

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ১৯৬৮

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ছয়-দফাকে পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ মনে করে। ছয়-দফা কর্মসূচিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্রধান বা ১নং আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে একটি মামলা দায়ের করে। মামলার দাপ্তরিক নাম **'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'**। **১৯৬৮ সালের ১৯ জুন** ঢাকা সেনানিবাসে এ মামলার বিচারকার্য শুরু হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহি প্রমাণ করে ফাঁসি দেওয়াই ছিল এ মামলার লক্ষ্য।

নং	নাম
১নং আসামি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
১৭নং আসামি	সার্জেন্ট জহুরুল হক
৩৫নং আসামি	লেফটেন্যান্ট আব্দুর রউফ

আরো জানতে হবে

- **শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়-** ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮ সালে।
- **আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার খবর ফাঁস করে দেন-** আমির হোসেন।
- **মামলা বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ আদালতের বিচারপতি ছিলেন-** এস. এ. রহমান।
- **বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন-** ব্রিটিশ আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়াম।
- **আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ঢাকা সেনানিবাসে গুলি করে হত্যা করা হয়-** ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে।
- **মামলা প্রত্যাহার করা হয়-** ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।

১৯৭০-এর নির্বাচন

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদ নির্বাচন হয় এবং ১৯৭০ সালের ১৭ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান অংশের জন্য বরাদ্দ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ **১৬৭ টি আসন** লাভ করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুস সাত্তার

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৮ সালের নভেম্বরে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৬৮ সালের ছাত্র অসন্তোষ গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয় মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঘোষিত **'ঘেরাও আন্দোলন কর্মসূচি'**র মাধ্যমে।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (SAC)

১৯৬৯ সালে **পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দুটি গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের** একাংশ নিয়ে একটি সর্বদলীয় **'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'** (Student Action Committee-SAC) গঠিত হয়। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এ সংগ্রাম পরিষদ তাদের **'১১ দফা কর্মসূচি'** ঘোষণা করে। আওয়ামী লীগের **৬ দফা কর্মসূচিও** এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের **১১ দফা এবং ৬ দফার ভিত্তিতে** ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধ হলে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে যে ধারাবাহিক আন্দোলন করে তাই **'গণঅভ্যুত্থান'** বা **'গণআন্দোলনে'** রূপ নেয়।

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (DAC)

৮ জানুয়ারি, ১৯৬৯ আটটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ ঢাকায় মিলিত হয়ে ৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে **'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ'** (Democratic Action Committee-DAC) গঠন করে।

আরো জানতে হবে

- **সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে-** ৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯।
- **নবকুমার ইনস্টিটিউটের ছাত্র মতিউর নিহত হয়-** ২৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯ সালে।
- **গণ-অভ্যুত্থান দিবস-** ২৪ জানুয়ারি।
- **রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়-** ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।
- **গণ-অভ্যুত্থানকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন-** মোনায়েম খান।

- **পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ নামকরণ করা হয়-** ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ সালে।
- **বাংলাদেশ নামকরণ করেন-** শেখ মুজিবুর রহমান।
- **গণ-অভ্যুত্থানভিত্তিক উপন্যাস-** আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত 'চিলেকোঠার সেপাই'।

শহিদ আসাদ

২০ জানুয়ারি, ১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থানের আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র নরসিংদীর সন্তান আসাদ।

শহিদ আসাদ

- শহিদ **আসাদ দিবস** পালিত হয়- ২০ জানুয়ারি।
- নিহত আসাদের স্মৃতিস্মরণে **'আসাদের শার্ট'** নামক বিখ্যাত কবিতা লিখেন- নরসিংদীরই **কবি শামসুর রাহমান**।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন

মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিক ঘটনাক্রম

তারিখ	ঘটনা
১ মার্চ	বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ সভাপতি **নূরে আলম সিদ্দিকী**, ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক **শাজাহান সিরাজ**, 'ডাকসু' সহ-সভাপতি **আ.স.ম. আব্দুর রব** এবং ডাকসু সাধারণ সম্পাদক **আব্দুল কুদ্দুস মাখন** এক বৈঠকে বসে **'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'** গঠন করেন।
২ মার্চ	বাংলাদেশের পতাকা প্রথমবারের মত উত্তোলন করেন তৎকালীন ডাকসু সহ-সভাপতি (ভিপি) **আ.স.ম. আব্দুর রব (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায়)**।
৩ মার্চ	পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ **'স্বাধীনতার ইশতেহার'** ঘোষণা করে। ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে **'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক'** ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদিন এ সমাবেশে **'অসহযোগ আন্দোলনে'র** ডাক দেন। পল্টন ময়দানে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকার উত্তোলন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম **শহিদ শঙ্কু সমজদার** (জন্মস্থান- গুপ্তপাড়া, রংপুর)।
২ ও ৩ মার্চ	দুদিনের জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খান **'সান্ধ্য আইন'** জারি করেন।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকো ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) ১৯ মিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন তাই ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ হিসে পরিচিত। উক্ত ভাষণটি **'বাঙালি জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় দলি এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ'** হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে।

৭ই মার্চের ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল ৪টি

৭ই মার্চ ভাষণ সম্পর্কে আরো জানতে হবে

- **৭ মার্চের ভাষণের মূল বক্তব্য ছিল-** পুনরায় নির্বাচন
- **ইউনেস্কো ৭ মার্চের ভাষণকে ডকুমেন্টারী হেরিটে বা বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদা করেন-** ৩০ অক্টোবর, ২০১৭।

✦ **ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ উক্তি:**

- **ভাষণের প্রথম লাইন-** "আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।"
- **ভাষণের শেষ লাইন-** "জয় বাংলা"।
- "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিব। এ দেশের মানুষকে মু করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্।"
- "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রা স্বাধীনতার সংগ্রাম।"
- "তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভু সাহেবের কথা।"

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

১৮ মার্চ	টিক্কা খান, রাও ফরমান আলী **'অপারেশন সার্চ লাইট'** এর নীল নকশা তৈরি করেন।
১৯ মার্চ	পূর্ব পাকিস্তানের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ শুরু হয়। এ কারণে জয়দেবপুরে তথা গাজীপুরে সংঘর্ষ বাধে, যা **'জয়দেবপুর প্রতিরোধ যুদ্ধ'** নামে পরিচিত। এটি ছিল পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে **সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ**।
২৫ মার্চ	**অপারেশন সার্চ লাইট:** প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান **'অপারেশন সার্চ লাইট, (বাঙালি নিধন অভিযানে**

	সাংকেতিক নাম)'-এ স্বাক্ষর করে ঢাকা ত্যাগ করেন। শুরু হয় বর্বরতম হত্যাযজ্ঞ। অভিযানে ঢাকা শহরের নেতৃত্বে ছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। ২৫ মার্চ রাত ১টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডির ৩২নং বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়।
২৬ মার্চ	২৫ মার্চ রাত দেড়টার পর অর্থাৎ **২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে** পাকিস্তানের সৈন্যদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ওয়্যারলেস যোগে চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রাম **আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হান্নান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র (আগ্রাবাদ)** থেকে সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাকে অবলম্বন করে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।
২৭ মার্চ	**২৭ মার্চ সন্ধ্যাবেলা (অপরাহ্নে) কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান** ইংরেজিতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার আরেকটি ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

মুজিবনগর সরকার গঠন

১০ এপ্রিল

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের **'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আদেশ'** অনুযায়ী সেদিনই স্বাধীন **'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'** গঠন করা হয় এবং এ সরকারই **'মুজিবনগর সরকার'** নামে পরিচিত।

- **বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়-** ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে।
- **মুজিবনগরে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল-** ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে।

১৭ এপ্রিল

বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে **তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলায়।** এই সরকারের প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নামানুসারে **বৈদ্যনাথতলার নতুন নামকরণ করা হয় মুজিবনগর** এবং অস্থায়ী সরকারও পরিচিত হয় মুজিবনগর সরকার নামে।

- **বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে-** ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।
- **বাংলাদেশকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়েছিল-** ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।
- **শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন-** জনাব আবদুল মান্নান।
- **'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' পাঠ করেন-** অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- **ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান-** অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- **বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাজধানী-** মুজিবনগর।
- **বৈদ্যনাথতলার নাম মুজিবনগর রাখেন-** তাজউদ্দীন আহমদ।
- **অস্থায়ী সরকারের অস্থায়ী সচিবালয় স্থাপিত হয়-** কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে।
- **অস্থায়ী সরকার পরিচিত ছিল-** প্রবাসী সরকার, মুজিবনগর সরকার ও অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার নামেও।

মুজিবনগর সরকারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন

নাম	দায়িত্ব ও পদমর্যাদা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	**রাষ্ট্রপতি** (পাকিস্তানের কারাগারে আটক)
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	**উপ-রাষ্ট্রপতি** (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক)
তাজউদ্দিন আহমেদ	**প্রধানমন্ত্রী** (প্রতিরক্ষা, তথ্য ও বেতার, শিক্ষা, স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ, শ্রম, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)
খন্দকার মোশতাক আহমেদ	পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী	অর্থ, জাতীয় রাজস্ব, বাণিজ্য, শিল্প ও পরিবহন মন্ত্রণালয়
এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান	স্বরাষ্ট্র, সরবরাহ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়

কূটনৈতিক মিশন

বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে। বিদেশি বাংলাদেশ মিশনগুলোর প্রধান ছিলেন-

- **লন্ডনে-** বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
- **কলকাতায়-** হোসেন আলী
- **দিল্লিতে-** হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
- **ওয়াশিংটনে-** এম আর সিদ্দিকী

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্বে কূটনৈতিক মিশনের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

মুক্তিযুদ্ধে সামরিক প্রশাসন

১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল তৎকালীন সিলেটের বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগানে **কর্নেল এম.এ.জি ওসমানীর** নেতৃত্বে **মুক্তিফৌজ** গঠন। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

শীর্ষ মুক্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ

কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী	সেনাবাহিনী প্রধান (মন্ত্রীর পদমর্যাদা)
কর্নেল এম. এ. রব	সেনাবাহিনীর উপপ্রধান (চীফ অব স্টাফ)
ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার	বিমানবাহিনীর প্রধান

মুক্তিবাহিনীর ফোর্স

মুক্তিবাহিনীর **৩জন শ্রেষ্ঠ সেক্টর কমান্ডারের** নামানুসারে ৩ ফোর্স গঠন করা হয়।

জেড ফোর্স	**অধিনায়ক:** মেজর জিয়াউর রহমান **গঠিত হয়:** ৭ জুলাই, ১৯৭১ **সদর দপ্তর:** তেলঢালা,তুরা
কে ফোর্স	**অধিনায়ক:** মেজর খালেদ মোশারফ **গঠিত হয়:** ৭ অক্টোবর, ১৯৭১ **সদর দপ্তর:** আগরতলা, ত্রিপুরা
এস ফোর্স	**অধিনায়ক:** মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ **গঠিত হয়:** সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ **সদর দপ্তর:** হাজামারা

মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত, অনিয়মিত ও আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ

১. নিয়মিত বাহিনী

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে গঠিত হয় **'নিয়মিত বাহিনী'**। সরকারিভাবে এদের নামকরণ করা হ **'মুক্তিবাহিনী'** বা **'মুক্তি ফৌজ'** (M.F.)। কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে (বর্তমান শেক্সপিয়র সরণি) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদ দপ্তর স্থাপিত হয়।

সেক্টর ও সেক্টর কমান্ডারগণ

সেক্টর নং	দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার	সদর দপ্তর
সেক্টর ১	মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন), মেজর রফিকুল ইসলাম (জুন-ডিসেম্বর)।	হরিনা, ত্রিপুরা
সেক্টর ২	মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর), মেজর হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)।	মেলাঘর, ত্রিপুরা
সেক্টর ৩	মেজর শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর), মেজর নুরুজ্জামান (সেপ্টম্বর-ডিসেম্বর)।	কলাগাছি, ত্রিপুরা
সেক্টর ৪	মেজর সি আর দত্ত।	করিমগঞ্জ/নাছিমপুর, আসাম
সেক্টর ৫	মেজর মীর শওকত আলী।	বাঁশতলা, সুনামগঞ্জ
সেক্টর ৬	উইং কমান্ডার বাশার।	বুড়িমারী, পাটগ্রাম
সেক্টর ৭	মেজর কাজী নুরুজ্জামান।	তরঙ্গপুর, পশ্চিমবঙ্গ
সেক্টর ৮	মেজর ওসমান চৌধুরী (অক্টোবর পর্যন্ত), মেজর এম. এ মনজুর (এপ্রিল-ডিসেম্বর পর্যন্ত)।	বেনাপোল কল্যাণী, ভারত
সেক্টর ৯	মেজর আবদুল জলিল (এপ্রিল-ডিসেম্বর পর্যন্ত), এম.এ. মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।	হাসনাবাদ, ভারত
সেক্টর ১০	মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত নৌ-কমান্ডারগণ।	নেই
সেক্টর ১১	মেজর আবু তাহের (এপ্রিল-নভেম্বর), ফ্লাইট লেঃ এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)।	মহেন্দ্রগঞ্জ, আসাম

মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর

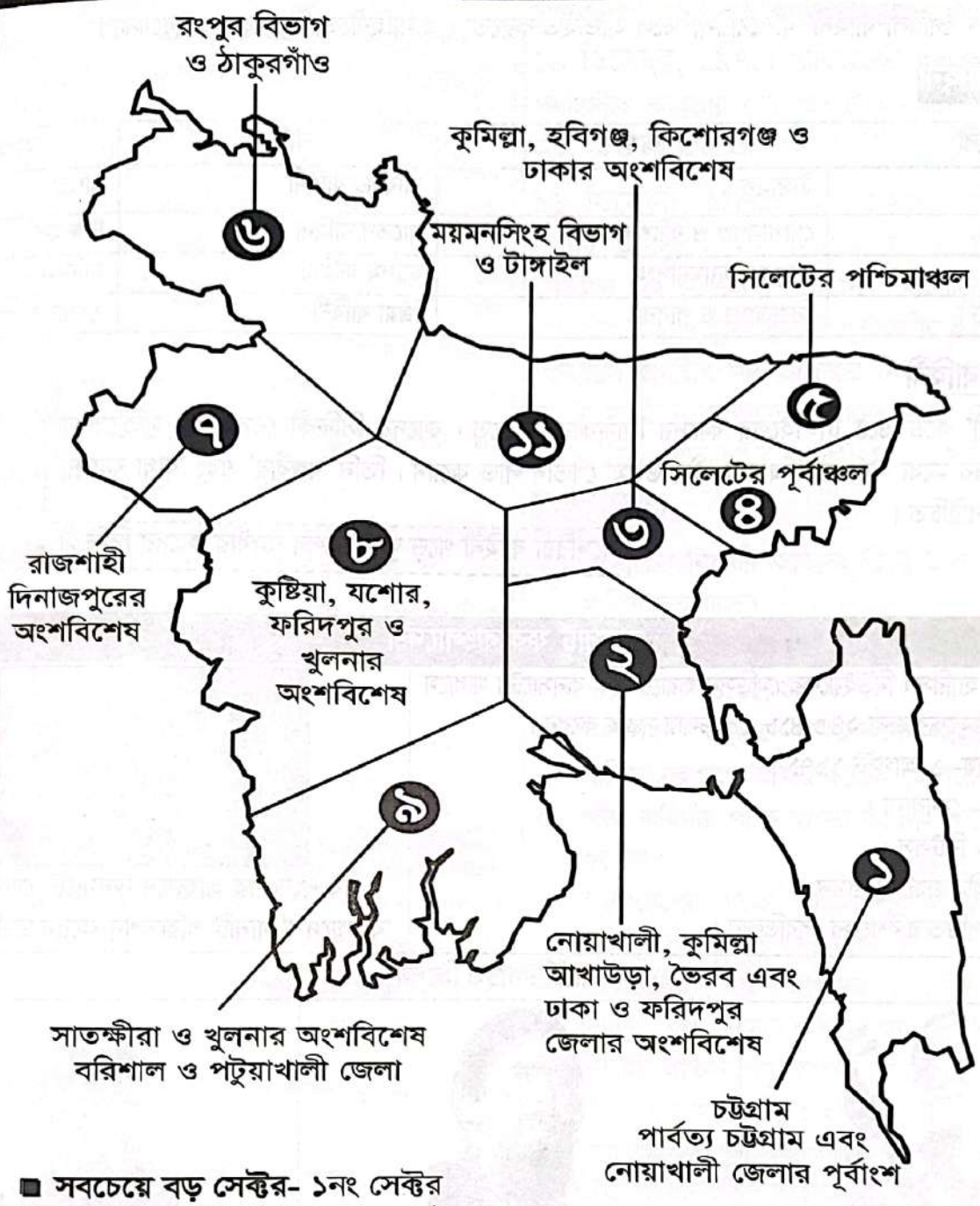

- **সবচেয়ে বড় সেক্টর-** ১নং সেক্টর
- **সবচেয়ে ছোট সেক্টর-** ৫ নং সেক্টর
- **প্রথম স্বাধীন সেক্টর-** ৮নং সেক্টর
- **সুন্দরবন ছিল-** ৯নং সেক্টরের অধীন
- **১০ নং সেক্টর (নৌ সেক্টর) ছিল-** ১নং সেক্টরের অধীন
- **মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন-** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

CamScanner

২. অনিয়মিত বাহিনী

অনিয়মিত বাহিনীকে সরকারিভাবে বলা হতো **'গণবাহিনী'** বা **'মুক্তিযোদ্ধা'** (Freedom Fighters-FF)। সে সময় গ্রাম-গঞ্জের লোকজন এদেরকে **'গেরিলা বাহিনী'** বা **'গেরিলা'** বলে অভিহিত করতো। এ বাহিনীতে ছিল ছাত্র ও যুবকেরা।

৩. আঞ্চলিক বাহিনী

বাহিনী	অঞ্চল	বাহিনী	অঞ্চল
কাদেরিয়া বাহিনী	টাঙ্গাইল	আকবর বাহিনী	মাগুরা
হেমায়েত বাহিনী	গোপালগঞ্জ ও বরিশাল	বাতেন বাহিনী	টাঙ্গাইল
আফসার বাহিনী	ভালুকা, ময়মনসিংহ	হালিম বাহিনী	মানিকগঞ্জ
লতিফ মির্জা বাহিনী	সিরাজগঞ্জ ও পাবনা	জিয়া বাহিনী	সুন্দরবন

❑ কাদেরিয়া বাহিনী

'কাদেরিয়া বাহিনী' গড়ে ওঠে টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে। কাদের সিদ্দিকী বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জীবিতদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মাননা **'বীর উত্তম'** খেতাব লাভ করেন। তিনি **'বঙ্গবীর'** এবং **'বাঘা কাদের সিদ্দিকী'** নামেও পরিচিত।

কাদেরিয়া বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন বঙ্গবীর কাদের দিদ্দিকী

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

রক গায়ক জর্জ হ্যারিসন নিউইর্য়কের মেডিসন স্কয়ারে এক কনসার্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য ২৪৩,৪১৮.৫০ ডলার সংগ্রহ করেন।

- **অনুষ্ঠিত হয়-** ১ আগস্ট ১৯৭১।
- **আয়োজক-** ফোবানা।
- **ব্যান্ড দল-** বিটলস্।
- **প্রধান শিল্পী-** জর্জ হ্যারিসন।
- **সহশিল্পী-** পণ্ডিত রবিশংকর, ববডিলান।

রবি শংকরের আহ্বানে কনসার্টে যোগ দিয়ে 'বাংলাদেশ' গানটি পরিবেশন করেন জর্জ হ্যারিসন

কনসার্টে উপস্থিত ছিলেন

পণ্ডিত রবিশঙ্কর ভারতীয় বিখ্যাত সেতারা বাদক। তাঁর জন্মস্থান ভারতের বেনারসে কিন্তু পৈতৃকনিবাস বাংলাদেশের নড়াইলে।

জর্জ হ্যারিসন যুক্তরাজ্যের নাগরিক। তিনি 'দ্য বিটলস্' ব্যান্ডদলের লিড গিটারিস্ট ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আই মি মাইন'।

বব ডিলান যুক্তরাষ্ট্রের গায়ক ও লেখক। তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম গীতিকার হিসেবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (২০১৬) লাভ করেন।

CamScanner

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের অবদান

সাইমন ড্রিং	• ১৯৭১ সালে ঢাকায় কর্মরত ব্রিটিশ 'ডেইলি টেলিগ্রাফে'র সাংবাদিক। • বহির্বিশ্বে সর্বপ্রথম পাকিস্তানি বর্বরতার খবর প্রকাশ করেন। • ৩১ মার্চ, ১৯৭১ বাংলাদেশের গণহত্যা 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন।
এলেন গিনেসবার্গ	• মার্কিন কবি মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন। • তাঁর কবিতা **September on Jessore Road.**
ডব্লিউ. এ.এস ওয়াডারল্যান্ড	• জন্ম- আমস্টার্ডাম, নেদারল্যান্ডস; নাগরিকত্ব অস্ট্রেলিয়ার। • মুক্তিযুদ্ধে রাষ্ট্রীয় বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি, যুদ্ধ করেন ২নং সেক্টরে। • বিদেশি হয়েও মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন।

বুদ্ধিজীবী হত্যা

১৪ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসরগণ দেশকে মেধাশূন্য করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক কৃতি সন্তানদের হত্যা করে এক কলঙ্কময় ইতিহাসের সৃষ্টি করে।

উল্লেখযোগ্য শহিদ বুদ্ধিজীবীগণ

- **সেলিনা পারভীন-** সাংবাদিক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে নিহত একমাত্র নারী সাংবাদিক।
- **মুনীর চৌধুরী-** শিক্ষক ও সাহিত্যিক ছিলেন। ঢাবির বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করতেন।
- **শহীদুল্লাহ কায়সার-** আলোচিত সাংবাদিক ছিলেন।
- **আনোয়ার পাশা-** ঢাবির বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করতেন।
- **গোবিন্দ চন্দ্র দেব-** শিক্ষক ও দার্শনিক ছিলেন। ঢাবির দর্শন বিভাগে শিক্ষকতা করতেন।
- **জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা-** শিক্ষক ছিলেন। ঢাবির ইংরেজি বিভাগে শিক্ষকতা করতেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি গণহত্যা হয়- চুকনগর, খুলনায়।

চূড়ান্ত বিজয় অর্জন ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১: পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল নিয়াজীর নিকট যুদ্ধ বন্ধ এবং আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১: রমনা রেসকোর্স ময়দানে জেনারেল আমির আবদুল্লাহ্ খান নিয়াজী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সেনাপতি লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (পরবর্তীতে এয়ার ভাইস মার্শাল) এ. কে. খন্দকার।

বিশেষ তথ্য

- **জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণের জন্য যোগাযোগ করে-** মার্কিন দূতাবাসে।
- **পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করেন-** ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে বিকাল ৪.৩১/২১ মিনিটে
- **আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে স্বাক্ষর করেন-** ২ জন।
- **পাকিস্তানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন-** জেনারেল নিয়াজী।
- **যৌথ বাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন-** লে.জে. জগজিৎ সিং অরোরা।
- **বাংলাদেশের পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিল তৈরী করেন-** জ্যাকব, নাগরা ও কাদের সিদ্দিকী
- **পাকিস্তানের পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিল তৈরী করেন-** নিয়াজী, রাও ফরমান ও জামশেদ।
- **নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন-** মোট ৯১, ৫৪৯ জন সৈন্য নিয়ে (বলা হয় প্রায় ৯৩ হাজার)।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন রণাঙ্গনের খবরাখবর জানানো ছাড়াও চরমপত্র, দেশাত্মবোধক গান, নাটক, কথিকা ইত্যাদি অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা হতো।

- **প্রতিষ্ঠিত হয়-** ২৬ মার্চ, ১৯৭১ (চট্টগ্রামের কালুরঘাটে)।
- **প্রতিষ্ঠা করে-** ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট।
- **প্রতিষ্ঠাকালীন নাম-** স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র।
- **বর্তমান নাম-** বাংলাদেশ বেতার।
- **অত্যন্ত জনপ্রিয় দুটি অনুষ্ঠান-** 'চরমপত্র' ও 'জল্লাদের দরবারে'।

- 'চরম পত্র' সিরিজের পরিকল্পনা করেন- আব্দুল মান্নান।
- 'চরম পত্র' পাঠ করেন- এম.আর আখতার মুকুল।
- 'জল্লাদের দরবারে' অনুষ্ঠানে, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতীকী চরিত্র- কেল্লা ফতেহ খান।
- প্রথম নারী শিল্পী- নমিতা ঘোষ।
- প্রথম পত্রিকা পাঠ করেন- বেলাল মোহাম্মদ।
- ৭ মার্চের ভাষণ প্রচারিত হতো- 'বজ্রকণ্ঠ' শিরোনামে।
- পাক বিমান বাহিনীর গোলাবর্ষণের ফলে সম্প্রচার বন্ধ বন্ধ হয়- ৩০ মার্চ, ১৯৭১।
- পরবর্তী সম্প্রচার শুরু হয়- ২৫ মে, ১৯৭১ (কলকাতার বালিগঞ্জ বেতার কেন্দ্র থেকে)।
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র' করা হয়- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

প্রচারিত বিখ্যাত শ্লোগান

- হানাদার পশুরা বাংলাদেশের মানুষ হত্যা করছে- আসুন আমরা পশু হত্যা করি।
- বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধা একেকটি গ্রেনেড পার্থক্য শুধু গ্রেনেড একবার ছুড়ে দিলে নিঃশেষ হয়ে যায়, আর মুক্তিযোদ্ধারা বার বার গ্রেনেড হয়ে ফিরে আসে।

খেতাবপ্রাপ্ত নারী

মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২ জন নারীকে বীরত্বসূচক **'বীর প্রতীক'** খেতাব প্রদান করা হয়। তাঁরা হলেন-

ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম		তারামন বিবি	
• নিজ জেলা- কিশোরগঞ্জ • যুদ্ধ করেন- ২নং সেক্টরে • প্রাপ্ত খেতাব- বীর প্রতীক		• নিজ জেলা- কুড়িগ্রাম • যুদ্ধ করেন- ১১নং সেক্টরে • প্রাপ্ত খেতাব- বীরপ্রতীক	

কাঁকন বিবি

খেতাববিহীন নারী বীর মুক্তিযোদ্ধা **সুনামগঞ্জের খাসিয়া সম্প্রদায়ের** কাঁকন বিবি।
তাঁর প্রকৃত নাম **কাঁকাত হেনিনচিতা**। তিনি **'মুক্তিবেটি'** নামেও পরিচিত।
কাঁকন বিবি ৫নং সেক্টরে গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করেন ।

বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি

বাংলাদেশ সরকার **১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর** এক প্রজ্ঞাপনে ৭ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বীরশ্রেষ্ঠ ঘোষণা করে।

বীরশ্রেষ্ঠ	যা জানতে হবে
 ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ	➢ জন্ম- ১৯৪৩ সালে (ফরিদপুর জেলায়)। ➢ কর্মস্থল- ই.পি. আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্)। ➢ পদবি- ল্যান্স নায়েক। ➢ কর্মরত ছিলেন- ১নং সেক্টরে। ➢ মৃত্যু- ৮ এপ্রিল, ১৯৭১। ➢ বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে তিনিই প্রথম শহিদ হন। ➢ সমাধিস্থল- রাঙামাটি জেলার নানিয়ার চরে। *ভুল নয় সঠিক তথ্য জানুন : ৮ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য অগ্রসর হয়। ঐদিনই অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে থাকা মুন্সী আবদুর রউফ মর্টারের ভারী গোলার আঘাতে শহিদ হন। ইতিহাসের দলিল স্বাক্ষ্য দেয় বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে তিনিই প্রথম শহিদ। কিন্তু আমাদের দৈনিক পত্রিকাগুলো ২০ এপ্রিল মুন্সী আবদুর রউফের মৃত্যু দিবস পালন করে, যার কোন ভিত্তি নেই। [তথ্যসূত্র: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়]*

সিপাহি মোস্তফা কামাল

- **জন্ম-** ১৯৪৭ সালে (ভোলা জেলায়)।
- **কর্মস্থল-** সেনাবাহিনী।
- **পদবি-** সিপাহি।
- **কর্মরত ছিলেন-** ২নং সেক্টরে।
- **মৃত্যু-** ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১।
- **সমাধিস্থল-** ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার দরুইন গ্রামে।

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান

- **জন্ম-** ১৯৪১ সালে (ঢাকা জেলায়)।
- **পৈতৃক নিবাস-** নরসিংদী জেলার রায়পুরা।
- **কর্মস্থল-** বিমানবাহিনী।
- **পদবি-** লেফটেন্যান্ট।
- **মৃত্যু-** মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটি টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান (ছদ্ম নাম 'ব্লু-বার্ড-১৬৬') ছিনতাই করে নিয়ে দেশে ফেরার পথে ১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।
- **প্রথমে সমাধিস্থল ছিল-** পাকিস্তানের করাচির মৌরিপুর মাশরুর ঘাঁটিতে।
- **পুনরায় সমাহিত করা হয়-** ২০০৬ সালে তাঁর দেহাবশেষ পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়।

ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ

- **জন্ম-** ১৯৩৬ সালে (নড়াইলের মহিষখোলা গ্রামে)।
- **কর্মস্থল-** ই.পি.আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্)।
- **পদবি-** ল্যান্স নায়েক।
- **কর্মরত ছিলেন-** ৮নং সেক্টরে।
- **মৃত্যু-** ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ (যশোরের গোয়ালহাটি গ্রামে)।
- **সমাধিস্থল-** যশোরের শর্শা উপজেলার কাশিপুর গ্রামে।

সিপাহি হামিদুর রহমান

- **জন্ম-** ১৯৫৩ সালে (ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার খোরদা খালিশপুর গ্রামে)।
- **কর্মস্থল-** সেনাবাহিনী।
- **পদবি-** সিপাহি।
- **কর্মরত ছিলেন-** ৪নং সেক্টরে।
- **মৃত্যু-** ২৮ অক্টোবর, ১৯৭১ (মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার ধলই সীমান্তে)।
- **প্রথমে সমাধিস্থল ছিল-** ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আমবসার হাতিমেরছড়া গ্রামে।
- **পুনরায় সমাহিত করা হয়-** ২০০৭ সালে ভারতের ত্রিপুরা থেকে দেহাবশেষ ঢাকায় এনে মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় সমাহিত করা হয়।
- তিনি বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কনিষ্ঠ।

ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার রুহুল আমিন

- **জন্ম-** ১৯৩৫ সালে (নোয়াখালী জেলায়)।
- **কর্মস্থল-** নৌবাহিনী (জুনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার)।
- **পদবি-** 'পলাশ' গানবোটের ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার।
- **কর্মরত ছিলেন-** ২নং এবং ১০নং সেক্টরে।
- **মৃত্যু-** ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- **সমাধিস্থল-** খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামে রূপসা নদীর তীরে।

মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর

- জন্ম- ১৯৪৯ সালে (বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জে)।
- কর্মস্থল- সেনাবাহিনী।
- পদবি- ক্যাপ্টেন।
- কর্মরত ছিলেন- ৭নং সেক্টরে।
- মৃত্যু- ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- সমাধিস্থল- চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ প্রাঙ্গনে।
- বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে তিনি সবশেষে শহিদ হন।

বীরশ্রেষ্ঠ তথ্যকণিকা

পদবী অনুযায়ী বীরশ্রেষ্ঠ		বাহিনী ভিত্তিক বীরশ্রেষ্ঠ	
সিপাহী	- ২ জন	সেনাবাহিনী	- ৩ জন
ল্যান্স নায়েক	- ২ জন	নৌবাহিনী	- ১ জন
ক্যাপ্টেন	- ১ জন	বিমানবাহিনী	- ১ জন
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট	- ১ জন	ইপিআর (পুলিশ বাহিনী)	- ২ জন
স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার	- ১ জন		

খেতাবপ্রাপ্ত সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা

- শহীদুল ইসলাম লালু খেতাবপ্রাপ্ত সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা।
- তাঁর প্রাপ্ত খেতাব- বীর প্রতীক।
- যুদ্ধ করেন- ১১নং সেক্টরে।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল- ১৩ বছর।

বঙ্গবন্ধুর কোলে সর্বকনিষ্ঠ বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদুল ইসলাম।

অনুশীলনী

01. পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে পূর্ববাংলার সদস্য সংখ্যা কতজন ছিল?
A. ৪২ B. ৪৩ C. ৪৪ D. ৪৫

02. 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কার্যকরী পরিষদ' কবে গঠিত হয়?
A. ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি B. ১৯৪৮ সালেল ১১ মার্চ
C. ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি D. ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি

03. বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি কোনটি?
A. ভাষা B. ধর্ম
C. ইতিহাস ও ঐতিহ্য D. রাজনৈতিক চেতনা

04. বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম শহীদ কে ছিলেন?
A. আব্দুল জব্বার B. আবুল বরকত
C. রফিক উদ্দিন D. আব্দুস সালাম

05. বাংলা ভাষা কত সালে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা পায়?
A. ১৯৫২ B. ১৯৫৪ C. ১৯৫৬ D. ১৯৬২

06. যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মূল দফা কি ছিল?
A. পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা B. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার গঠন
C. পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন D. বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা

07. পাকিস্তানের প্রথম সামরিক আইন জারি করা হয় কত সালে?
A. ১৯৫৮ B. ১৯৫৯
C. ১৯৬০ D. ১৯৬১

08. কে ৬-দফা কর্মসূচি প্রণয়ন ও ঘোষণা বা উত্থাপন করেন?
A. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
B. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
C. মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
D. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

09. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কত দফা কর্মসূচি পেশ করে?
A. ৬ B. ১১
C. ১৪ D. ২১

10. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য জাতীয় পরিষদে কতটি আসন বরাদ্দ ছিল?
A. ১৬৭ B. ১৬৯ C. ১৮৮ D. ৩১৩

উত্তরমালা									
01	C	02	C	03	A	04	C	05	C
06	D	07	A	08	D	09	B	10	B

11. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ কয়টি আসন লাভ করে?
A. ১৬৭ B. ২২৩ C. ২৮৮ D. ২৯৮

12. মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রণালয় ছিল-
A. ৬টি B. ৭টি C. ১১টি D. ১২টি

13. মুজিবনগর সরকারকে শপথ বাক্য পাঠন করান কে?
A. অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ B. অধ্যাপক ইউসুফ আলী
C. আব্দুল হান্নান D. মনি সিং

14. বাঙালিরা কত বছর পাকিস্তানের শাসনাধীন ছিল?
A. ২১ বছর B. ২৩ বছর C. ২৪ বছর D. ২৭ বছর

15. কতজন নারীকে বীরপ্রতীক খেতাব প্রদান করা হয়?
A. ১ জন B. ২ জন
C. ৩ জন D. একজনও নয়

16. মুক্তিযুদ্ধের অনিয়মিত বাহিনীর সরকারি নাম ছিল-
A. মুক্তিবাহিনী B. গেরিলা বাহিনী
C. গণবাহিনী D. ক্র্যাক প্লাটুন

17. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিল-
A. এম মনসুর আলী B. তাজউদ্দিন আহমেদ
C. এম এইচ কামরুজ্জামান D. সৈয়দ নজরুল ইসলাম

18. মুক্তিযুদ্ধকালীন স্থানীয় প্রশাসন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন-
A. খন্দকার মোশতাক B. তাজউদ্দিন আহমেদ
C. সৈয়দ নজরুল ইসলাম D. এম মনসুর আলী

19. ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বর্তমানে কী নামে পরিচিত?
A. সেনাবাহিনী B. নৌবাহিনী
C. বিমানবাহিনী D. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

20. স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন কে?
A. আ. স.ম. আব্দুর রব B. নূরে আলম সিদ্দিকী
C. শাহজাহান সিরাজ D. আব্দুল কুদ্দুস মাখন

21. ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে-
A. যশোরে B. কুষ্টিয়ায়
C. হবিগঞ্জে D. গাজীপুরে

22. "৭ মার্চের ভাষণ ছিল স্বাধীনতার মূল দলিল"- উক্তিটি করেন-
A. ফিদেল কাস্ত্রো B. নেলসন ম্যান্ডেলা
C. চে গুয়েভারা D. ইয়াসির আরাফাত

23. ৭ মার্চের ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল না-
A. সামরিক আইন প্রত্যাহার
B. সৈন্যদের বেরাকে ফিরিয়ে নেওয়া
C. গণহত্যার তদন্ত D. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

উত্তরমালা														
11	A	12	D	13	B	14	C	15	B					
16	C	17	A	18	B	19	A	20	C					
21	D	22	B	23	D									

24. 'জয় বাংলা' স্লোগানটি সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেন-
A. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান B. কাজী নজরুল ইসলাম
C. আ.স.ম. আব্দুর রব D. আফতাব আহমেদ

25. 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'- কবিতাটি রচনা করেন-
A. আল মাহমুদ B. সৈয়দ শামসুল হক
C. নির্মলেন্দু গুণ D. শামসুর রাহমান

26. 'লোকটি এবং তাঁর দল পাকিস্তানের শত্রু, এবার তারা শাস্তি এড়াতে পারবে না'- উক্তিটি করেন-
A. ইয়াহিয়া খান B. টিক্কা খান
C. রাও ফরমান আলী D. বেনজির ভুট্টো

27. মুজিবনগর পূর্বে যে জেলার অধীনে ছিল-
A. যশোর B. কুষ্টিয়া
C. মেহেরপুর D. ঝিনাইদহ

28. মুজিবনগর সরকারের সদস্য সংখ্যা ছিল-
A. ৪ জন B. ৫ জন C. ৬ জন D. ৮ জন

29. অস্থায়ী সরকারের অপরনাম ছিল না-
A. প্রবাসী সরকার B. অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার
C. মুজিবনগর সরকার D. দেশীয় সরকার

30. দিল্লিতে কূটনৈতিক মিশনের দায়িত্বে ছিলেন-
A. হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী B. এম আর সিদ্দিক
C. এম হোসেন আলী D. আবু সাঈদ চৌধুরী

31. মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সচিব ছিলেন-
A. রুহুল কুদ্দুস B. আব্দুল মান্নান
C. খন্দকার আসাদুজ্জামান D. এইচ টি ইমাম

32. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ দিনটি ছিল-
A. রবিবার B. বৃহস্পতিবার
C. শনিবার D. মঙ্গলবার

33. মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি গণহত্যা হয়-
A. গাজীপুরের জয়দেবপুরে B. যশোরের বেনাপোলে
C. খুলনার চুকনগরে D. দিনাজপুরের হিলিতে

34. মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র মহিলা কমান্ডার ছিলেন-
A. কাঁকন বিবি B. তারামন বিবি
C. সেতারা বেগম D. আশালতা বৈদ্য

35. ৯ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন-
A. খালেদ মোশাররফ B. মেজর হায়দার
C. মেজর সি আর দত্ত D. মেজর আব্দুল জলিল

উত্তরমালা														
24	D	25	C	26	A	27	B	28	C					
29	D	30	A	31	D	32	B	33	C					
34	D	35	D											

CamScanner

36. মুক্তিযুদ্ধের সাব সেক্টর ছিল-
A. ১৯টি B. ২১টি
C. ২৩টি D. ৬৪টি

37. সিপাহী মোস্তফা কামাল জন্মগ্রহণ করেন যে জেলায়-
A. বরিশাল B. ভোলা
C. ফরিদপুর D. নড়াইল

38. একমাত্র বিদেশি বীরপ্রতীক-
A. ডব্লিউ. এইচ. ওডারল্যান্ড B. সাইমন ড্রিং
C. মার্ক টালি D. আর্চার কেন্ট ব্ল্যাড

39. জীবিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক পদক-
A. বীরশ্রেষ্ঠ B. বীর বিক্রম
C. বীর উত্তম D. বীর প্রতীক

40. বীর বিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব বর্তমানে-
A.৬৭ জন B. ১৭৪ জন
C. ১৭২ জন D. ৪২৪ জন

41. তারামন বিবি যুদ্ধ করেন-
A. ২ নং সেক্টরে B. ১১ নং সেক্টরে
C. ৫ নং সেক্টরে D. ১০ নং সেক্টরে

42. মুক্তিযুদ্ধকালীন ফিল্ড হসপিটালের অবস্থান ছিল-
A. মেঘালয়ে B. ত্রিপুরায়
C. মণিপুরে D. মিজোরামে

43. কনসার্ট ফর বাংলাদেশে অংশগ্রহণ করেননি নিচের কোন জন?
A. জর্জ হ্যারিসন B. বব ডিলান
C. জন লেনন D. এরিক ক্ল্যাপটন

44. কনসার্ট ফর বাংলাদেশ অনুষ্ঠিত হয়-
A. ওয়াশিংটনে B. নিউইয়র্কে
C. ক্যালিফোর্নিয়ায় D. মায়ামিতে

45. The Rape of Bangladesh গ্রন্থটি রচনা করেন-
A. মার্ক টালি B. আর্চার কেন্ট ব্ল্যাড
C. দেব দুলাল বন্দোপাধ্যায় D. অ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস

46. 'আমার বন্ধু রাশেদ' উপন্যাসটির রচয়িতা-
A. হুমায়ূন আহমেদ B. আল মাহমুদ
C. জাফর ইকবাল D. শহিদুল জহির

47. সেলিনা হোসেন রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস-
A. নিষিদ্ধ লেবান B. রাইফেল রোটি আওরাত
C. নীল দংশন D. হাঙ্গর নদী গ্রেনেড

48. 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' গানটির গীতিকার
A. মাযহারুল আনোয়ার B. নজরুল ইসলাম বাবু
C. গোবিন্দ হালদার D. খান আতাউর রহমান

49. মুক্তিযুদ্ধকালীন নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র নয়-
A. Stop Genocide B. A Statue of Heat
C. Liberation Fighters D. Innocent Millions

50. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে কোন জাতীয়তার মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিল?
A. বাংলাদেশী B. বাঙালি
C. ধর্মীয় D. সাংস্কৃতিক

51. বঙ্গভঙ্গ-এর প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা আন্দোলনের নাম কী?
A. খেলাফত আন্দোলন B. অসহযোগ আন্দোলন
C. ওয়াহাবি আন্দোলন D. স্বদেশী আন্দোলন

52. চরমপত্র কী?
A.স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান
B. বিবিসি থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান
C. বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান
D. রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান

53. বেঙ্গল প্যাক্ট কী?
A. একটি চুক্তি B. রাজনৈতিক দল
C. কারখানার নাম D. একটি বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরমালা

36	D	37	B	38	A	39	C	40	B
41	B	42	B	43	C	44	B	45	D
46	C	47	D	48	C	49	B	50	B
51	D	52	A	53	A				

তৃতীয় অধ্যায়: রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

হাজী শরিয়তউল্লাহ

ফরায়েজী আন্দোলনের প্রবক্তা হাজী শরীয়তউল্লাহ ১৭৮১ সালে ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামের 'ফরজ' অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য পালন করার তাগিদ দেন। আরবি 'ফরজ' শব্দ থেকেই 'ফরায়েজী' শব্দের উৎপত্তি। শরীয়তউল্লাহ ফরায়েজী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর জেলায়। ব্রিটিশ ভারতকে তিনি 'দারুল হারব' বা 'বিধর্মীর রাজ্য' বলে ঘোষণা করেন।

- ফরায়েজী আন্দোলন একটি- ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন।
- শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন- তাঁর পুত্র দুদু মিয়া।
- ফরায়েজি আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপদান করেন- দুদু মিয়া।
- 'জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী' এ ঘোষণা দেন- দুদু মিয়া।

তিতুমীর

তিতুমীর

তিতুমীর ১৭৮২ সালে চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী। ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্র ধরে তিনি প্রথম বারাসতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ১৮৩১ সালে কলকাতার নিকটবর্তী নারিকেলবাড়িয়ায় 'বাঁশের কেল্লা' নির্মাণ করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার তিতুমীরকে দমন করার জন্য লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে ১৮৩১ সালের ১৪ নভেম্বর একদল সুসজ্জিত বাহিনী প্রেরণ করে। তিতুমীর এ যুদ্ধে শহিদ হন।

- নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয়- ১৮৩১ সালে।
- বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করেন- লেফটেন্যান্ট কর্ণেল স্টুয়ার্ট।
- প্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে শহিদ হন- তিতুমীর।
- তিতুমীর শাহাদাৎ বরণ করেন- ১৮৩১ সালে।
- তিতুমীরের প্রধান সহকারী ছিল- গোলাম মাসুম।

নওয়াব আব্দুল লতিফ

আব্দুল লতিফ

নওয়াব আব্দুল লতিফ ১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৫৪ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি বিভাগ খোলা হয়। ১৮৮০ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নবাব' এবং আরো পরে 'নবাব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদের মতো ছিল বলে তাঁকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

- ১৮৬৩ সালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি) প্রতিষ্ঠা করেন।
- মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।
- তিনি 'হিন্দু কলেজ'কে 'প্রেসিডেন্সি কলেজে' রূপান্তরিত করেন।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ

স্যার সলিমুল্লাহ

স্যার সলিমুল্লাহ ১৮৭১ সালে ঢাকার নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নবাব খাজা আহসান উল্লাহ্। তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অবদান হলো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মুসলিম জনগণকে নেতৃত্ব প্রদান। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী তৎপরতা মোকাবেলা এবং মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য 'মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

চিত্তরঞ্জন দাস

চিত্তরঞ্জন দাস ১৮৭০ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে মতিলাল নেহেরুসহ আরো কয়েকজনের সহযোগিতায় 'কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ দল' (সংক্ষেপে 'স্বরাজ দল') নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এ নতুন দলের সভাপতি হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন মতিলাল নেহেরু। ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি বাংলার মুসলমানদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদনা করেন। এ চুক্তি ঐতিহাসিকভাবে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা 'বাংলা চুক্তি' নামে পরিচিত। 'বেঙ্গল প্যাক্ট' হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে এবং পশ্চাৎপদ মুসলিম জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক

এ. কে. ফজলুল হক

'ডাল-ভাতের রাজনীতির' প্রবক্তা এ. কে. ফজলুল হক ১৮৭৩ সালে বরিশাল জেলার রাজাপুর থানার সাতুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালে হিন্দু-মুসলমানদের স্বার্থের সুসমন্বয়ের জন্য **'লক্ষ্ণৌ চুক্তি'** প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। **১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ** লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে **'লাহোর প্রস্তাবের'** উত্থাপক ছিলেন। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগষ্ঠিতা অর্জন করলে তিনি **যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী** পদে অধিষ্ঠিত হন।

কৃষকদের কল্যাণে শেরে বাংলার অবদান

- ১৯১৩ সালে **'কৃষি ঋণ আইন'** প্রণয়ন।
- 'কৃষক-প্রজা আন্দোলন' গড়ে তোলেন।
- ১৯২৯ সালে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন করেন।
- ১৯৩৭ সালে **'ঋণ সালিসী বোর্ড'** গঠন করেন।
- ১৯৩৮ সালে **'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন'** প্রণয়ন।

শিক্ষা বিস্তারে শেরে বাংলার অবদান

- কলকাতায় **'কারমাইকেল হোস্টেল'** ও **'বেকার হোস্টেল'** প্রতিষ্ঠা করেন।
- নারীদের জন্য কলকাতায় **'লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ'** ও 'ঢাকায় **ইডেন কলেজ'** স্থাপন করেন।
- চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে **'আদিনা ফজলুল হক কলেজ'** প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৩৮ সালে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' পাস হলে ভূমির উপর প্রজার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এ আইনের আলোকেই **১৯৫০ সালে 'জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন'** পাস হয়। ফলে জমিদারি প্রথার অবসান ঘটে।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

সোহরাওয়ার্দী

গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৮৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে **'নিখিল ভারত মুসলিম যুব সংস্থা'** গঠন করেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী ও পাকিস্তানের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি **১৯৪৭ সালে 'অবিভক্ত, স্বাধীন বাংলা'** গড়ে তোলার মূল উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

মাওলানা ভাস

আব্দুল হামিদ খান (চেগা মিয়া) ১৮৮০ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার ধানগড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসের সদস্য হন এবং **'রাওলাট আইনের'** বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে জীবনের প্রথম কারাবরণ করেন। ১৯২৪ সালে আসামের ধু মহকুমার ভাসানচরে কৃষকদের সংগঠিত করে একটি কৃ **সম্মেলন** করেন। এরপর থেকেই তাঁর নাম হয় 'মাও ভাসানী'। **তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালে 'ন্যাশনাল আওয়ামী প ন্যাপ'** গঠিত হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় **'মুজিবনগর সরকারের' 'উপদেষ্টা পরিষদের'** সদস্য ছি ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে 'লং মার্চ' করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মু রহমান ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে মধুমতি নদীর তীরে ১ সালের **১৭ই** মার্চ জন্মগ্রহন করেন। বঙ্গবন্ধুর পিতার নাম লুৎফর রহমান এবং মাতার নাম সায়েরা খাতুন। বঙ্গবন্ধু শেখ ফজিলাতুন্নেছার ডাকনাম ছিল রেনু। **১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি লাহোরে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ, বাঙালি জ ম্যাগনাকার্টা হিসেবে খ্যাত ৬ দফা দাবী পেশ করেন।** ১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক যুগান্তকারী ৭ মার্চের প্রদান করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত শেষে ২৬ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতারের পূর্বে বাংলাদেশের স্বাধী ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধু
প্রদান করেন- তোফায়েল আহমেদ
প্রদান করা হয়- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
প্রদান করা হয়- সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে

জাতির জনক
প্রদান করেন- আ.স.ম আ
প্রদান করা হয়- ৩ মার্চ, ১
প্রদান করা হয়- পল্টন ম

অনুশীলনী

01. ফারায়েজী আন্দোলনের প্রবক্তা, প্রচারক, সংগঠক ও নেতা কে ছিলেন?
A. সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভী B. শাহ্ ওয়ালীউল্ল্যা
C. হাজী শরীয়তুল্লাহ D. তিতুমীর

02. ফরায়েজী কথাটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?
A. ফারায়েজ B. ফজর
C. ফরাজ D. ফরজ

03. ফরায়েজি আন্দোলনের লক্ষ্য কী ছিল?
A. ইসলাম ধম প্রচার
B. প্রচলিত কুসংস্কার দূর
C. মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি
D. মুসলমানদের অর্থনৈতিক মুক্তি

04. নিচের কোন ঘটনাটির সাথে তিতুমীরের সম্পৃক্ততা রয়েছে?
A. সিপাহী বিদ্রোহ B. বারাসাত বিদ্রোহ
C. ফরায়েজি আন্দোলন D. কৃষক বিদ্রোহ

05. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে কে প্রতশ 'গণ বিদ্রোহ' গড়ে তোলেন?
A. স্যার সৈয়দ আহমেদ B. হাজী শরিয়তুল্লাহ
C. তিতুমীর D. মাওলানা ভাসানী

06. 'কলিকাতা মুসলিম লিটারেরি এ্যাসোসিয়েশনের' সাথে কার নাম জড়িত?
A. হাজী শরীয়তুল্লাহ্ B. শাহ্ ওয়ালীউল্ল্যা
C. নবাব আব্দুল লতিফ D. সৈয়দ আমীর আলী

07. নবাব আব্দুল লতিফকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ' বলা হয় কেন?
A. সামাজিক কুসংস্কার দূর করার জন্য
B. আধুনিক শিক্ষায় মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য
C. জমিদারি প্রথা রক্ষার জন্য
D. কৃষির উন্নয়নের জন্য

08. 'কৃষক-প্রজা পার্টি' গঠন করেন কে?
A. নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্
B. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
C. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
D. মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

09. 'কৃষক কুলের মুক্তির অগ্রদূত' বলা হয় কোন নেতাকে?
A. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
B. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
C. মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
D. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

10. 'ডাল-ভাতের রাজনীতির' প্রবক্তা কে ছিলেন?
A. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্
B. খাজা নাজিমুদ্দীন
C. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
D. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক

11. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
A. স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা B. স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা
C. আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা D. একটি মাত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

12. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক গুরু কে?
A. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
B. মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
C. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
D. খাজা নাজিমুদ্দীন

13. কোন সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়?
A. ১৯৬৫ সালে B. ১৯৬৬ সালে
C. ১৯৬৭ সালে D. ১৯৬৮ সালে

উত্তরমালা									
01	C	02	D	03	B	04	B	05	C
06	C	07	B	08	B	09	A	10	D
11	B	12	C	13	D				

বাংলাদেশের সংবিধান

গণপরিষদ গঠন

[illegible]

গণপরিষদের অধিবেশন ও সংবিধান প্রণয়ন

[illegible]

- গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল- ৪০৩ জন
- গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে- ১০ এপ্রিল, ১৯৭২
- গণপরিষদের মুখ্য নেতা ছিলেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন- মওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ
- প্রথম স্পিকার ছিলেন- শাহ আব্দুল হামিদ
- প্রথম ডেপুটি স্পিকার ছিলেন- মোহাম্মদ উল্লাহ

গণপরিষদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপরিষদের প্রথম স্পীকার শাহ আব্দুল হামিদ

গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পীকার মোহাম্মদ উল্লাহ

সংবিধান প্রণয়ন কমিটি

- গঠন করা হয়- ১১ এপ্রিল, ১৯৭২
- সদস্য সংখ্যা- ৩৪ জন
- আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন- ৩৩ জন
- একমাত্র মহিলা সদস্য- রাজিয়া বানু
- একমাত্র বিরোধী দলীয় (ন্যাপ) সদস্য ছিলেন- সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত
- কমিটির সভাপতি ছিলেন- ড. কামাল হোসেন
- খসড়া কমিটির প্রথম বৈঠক বসে- ১৭ এপ্রিল, ১৯৭২
- কমিটি প্রতিবেদন জমা দেয়- ১০ জুন, ১৯৭২
- গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে- ১২ অক্টোবর, ১৯৭২
- খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপন করা হয়- ১২ অক্টোবর, ১৯৭২
- খসড়া সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়- ৪ নভেম্বর, ১৯৭২
- বাংলাদেশের সংবিধান দিবস- ৪ নভেম্বর
- সংবিধানে গণপরিষদের সদস্যদের স্বাক্ষর শুরু হয়- ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২।
- খসড়া সংবিধানে প্রথম স্বাক্ষর করেন- শেখ মুজিবুর রহমান।
- বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর/প্রবর্তিত হয়- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২
- গণপরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

সংবিধানের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ

- হস্তলিখিত সংবিধানটির লিপিকার ছিলেন- শিল্পী আবদুর রউফ
- হস্তলিখিত সংবিধানটির অঙ্গসজ্জায় ছিলেন- হাশেম খান
- হস্তলিখিত সংবিধানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে (অলংকরণ) করেন- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।

১২ অক্টোবর, ১৯৭২ খসড়া সংবিধান বিল আকারে গণপরিষদে উত্থাপন করেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

- সংবিধানের শুরু- প্রস্তাবনা দিয়ে।
- সংবিধানের প্রকৃতি- লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়।
- অনুচ্ছেদ- ১৫৩ টি (অধ্যায় ১১ টি)।
- হস্তলিখিত সংবিধানের পৃষ্ঠা- ৯৩ টি।
- স্বাক্ষরসহ হস্তলিখিত সংবিধানের পৃষ্ঠা- ১০৮ টি।
- তফসিল সংখ্যা- ৭টি।
- সংবিধানের ভাষা- ২ টি (বাংলা ও ইংরেজি)।
- সংবিধানের অভিভাবক/ব্যাখ্যাকারক- সুপ্রিম কোর্ট।
- সংবিধানে 'ন্যায়পাল'র পদ সৃষ্টি করা হয়।
- বাংলাদেশ সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার ৪টি মূলনীতি

মূলনীতি ১৯৭২	পরিবর্তিত মূলনীতি
১. জাতীয়তাবাদ	১. বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ।
২. গণতন্ত্র	২. গণতন্ত্র।
৩. সমাজতন্ত্র	৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র।
৪. ধর্মনিরপেক্ষতা	৪. সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস।

সংবিধানে বর্ণিত ৭ টি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার

বিষয়	অনুচ্ছেদ
১. আইনের দৃষ্টিতে সমতা-	২৭ নং
২. ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধকরণ	২৮ নং
৩. সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের ক্ষমতা	২৯ নং
৪. জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণ	৩২ নং
৫. গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ	৩৩ নং
৬. সংগঠনের স্বাধীনতা	৩৮ নং
৭. চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা	৩৯ নং

সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১	প্রজাতন্ত্র
৪	জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক
৪ক	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি স্থাপন
৬	নাগরিকত্ব
৮	মূলনীতিসমূহ
৯	জাতীয়তাবাদ
১০	সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি
১১	গণতন্ত্র মানবাধিকার
১২	ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা
২৩ক	উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি
৪১	ধর্মীয় স্বাধীনতা

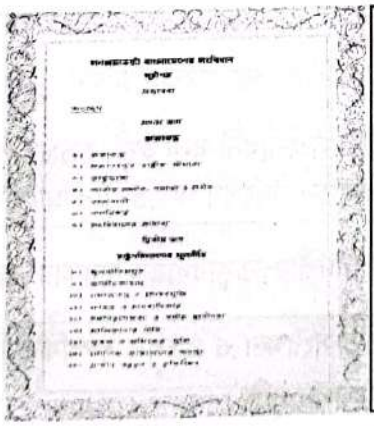

বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তীয়। সাধারণত সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব পাস করানো যায়।

এক নজরে সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

তম	সংশোধনী
প্রথম সংশোধনী (১৯৭৩ সালে)	• গণহত্যা বা যুদ্ধপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনে অন্যান্য অপরাধ এর দায়ে যে কোনো ব্যক্তির বিচার ও শাস্তির অনুমোদন।
দ্বিতীয় সংশোধনী (১৯৭৩ সালে)	• জরুরী অবস্থাকালীন সময়ে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়।
তৃতীয় সংশোধনী (১৯৭৪ সালে)	• ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমান্ত চুক্তি, ১৯৭৪ কার্যকর করার লক্ষ্যে সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয়।
চতুর্থ সংশোধনী (১৯৭৫ সালে)	• সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা চালু। • বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় ব্যবস্থা। • উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি।
পঞ্চম সংশোধনী (১৯৭৯ সালে)	• সংবিধানের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রাহিম' সংযোজন। **এই সংশোধনীতে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি পরিবর্তন করে-** • 'বাঙ্গালি' জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে 'বাংলাদেশি' জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন। • 'ধর্মনিরপেক্ষতার' পরিবর্তে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস' সংযোজন।
ষষ্ঠ সংশোধনী (১৯৮১ সালে)	• উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিত করণ।
সপ্তম সংশোধনী (১৯৮৬ সালে)	• সংবিধানের চতুর্থ তফসিল সংশোধন করা হয়।
অষ্টম সংশোধনী (১৯৮৮ সালে)	• রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি। • ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের ছয়টি বেঞ্চ স্থাপন। • Dacca এর পরিবর্তে Dhaka এবং Bengali এর পরিবর্তে Bangla করা হয়।
নবম সংশোধনী (১৯৮৯ সালে)	• রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ ৫ বছর করা হয়। • রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ করা হয়।
দশম সংশোধনী (১৯৯০ সালে)	• সংসদে ১০ বছরের জন্য ৩০ টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
একাদশ সংশোধনী (১৯৯১ সালে)	• অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদের স্বপদে ফিরে যাবার বিধান প্রণয়ন।
দ্বাদশ সংশোধনী (১৯৯১ সালে)	• সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন। • উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়। দ্বাদশ সংশোধনীকে চতুর্থ সংশোধনীর বিপরীত সংশোধনী বলা হয়। ১৯৯১ সালে দ্বাদশ সংশোধনীকে আইনত রূপ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বশেষ গণভোটের আয়োজন করা হয়।
ত্রয়োদশ সংশোধনী (১৯৯৬ সালে)	• অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্দলীয় 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থার বিধান করা হয়।
চতুর্দশ সংশোধনী (২০০৪ সালে)	• রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি ও প্রধামন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন সম্পর্কিত বিধান। • সংসদে নারীদের জন্য ৪৫ টি সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি। • সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং সরকারি কর্মকমিশনের সদস্যদের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি।

CamScanner

পঞ্চদশ সংশোধনী (২০১১ সালে)	• ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতি (চালুসহ সংবিধান পুনঃমুদ্রণ ও সংশোধন) পুনর্বহাল করা হয়। • তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। • সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫ টি থেকে ৫০ টিতে বৃদ্ধি। • জাতির পিতার স্বীকৃতি ও প্রতিকৃতি সংরক্ষণ। • জাতির পিতার, ৭ই মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষণা ও ঘোষণাপত্র যুক্ত। • সংবিধান সংশোধনে 'গণভোট' ব্যবস্থা বাতিল। • রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরী অবস্থার মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ৪ মাস করা হয়।
ষোড়শ সংশোধনী (২০১৪ সালে)	• বিচারপতিদের অভিশংসনের বা অপসরণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে প্রদান করা হয়।
সপ্তদশ সংশোধনী (২০১৮ সালে)	• জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসনের মেয়াদ আরো ২৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়।

অনুশীলনী

01. কত তারিখে 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' জারি হয়?
A. ২১ মার্চ ১৯৭২ B. ২২ মার্চ ১৯৭২
C. ২৩ মার্চ ১৯৭২ D. ২৪ মার্চ ১৯৭২

02. ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছিল যে কারণে-
A. চূড়ান্ত সংবিধান প্রণয়নের জন্য
B. ডিজিটাল সংবিধান প্রণয়নের জন্য
C. খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য
D. কার্যকর সংবিধান প্রণয়নের জন্য

03. খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য কে ছিলেন?
A. অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ B. সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত
C. রাজা ত্রিদিব রায় D. নূরুল আমীন

04. খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য কে ছিলেন?
A. রাজিয়া বানু B. আনোয়ারা বেগম
C. নূরজাহান D. বদরুন্নেসা আহমেদ

05. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয় কীভাবে বা কোন পদ্ধতিতে?
A. রাষ্ট্রপতির আদেশে B. আইন পরিষদ কর্তৃক
C. গণপরিষদ কর্তৃক D. বিপ্লবের মাধ্যমে

06. ১৯৭২ সালের সংবিধানে কয় ধরনের মালিকানার কথা বলা হয়েছে?
A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ৫

07. সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মূল বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
A. সংসদীয় সরকার B. সামরিক সরকার
C. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার D. তত্ত্বাবধায়ক সরকার

08. সংবিধানের কোন সংশোধনী দ্বারা বাংলাদেশে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়?
A. একাদশ B. দ্বাদশ
C. ত্রয়োদশ D. চতুর্দশ

09. বাংলাদেশ সংবিধানের কোন সংশোধনী দ্বারা 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়েছে?
A. দ্বাদশ B. ত্রয়োদশ
C. চতুর্দশ D. পঞ্চদশ

10. মৌলিক অধিকারের রক্ষক কে?
A. জাতীয় সংসদ B. আইন মন্ত্রণালয়
C. এটর্নি জেনারেল D. সুপ্রিম কোর্ট

11. বাংলাদেশে বর্তমানে কোন ধরনের সরকার প্রচলিত রয়েছে?
A. সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত
B. রাষ্ট্রপতি শাসিত
C. একনায়কতান্ত্রিক D. যুক্তরাষ্ট্রীয়

12. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস কোনটি?
A. ৮ মার্চ B. ২৬ মার্চ
C. ১০ ডিসেম্বর D. ১৬ ডিসেম্বর

13. বাংলাদেশের সংবিধানে কতটি অনুচ্ছেদ রয়েছে?
A. ১৫১ B. ১৫২ C. ১৫৩ D. ১৫৪

14. ১৯৭২ সালে গণ-পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংবিধান কত তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়?
A. ১১ এপ্রিল ১৯৭২ B. ১২ অক্টোবর ১৯৭২
C. ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ D. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

15. বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হলো-
A. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা
B. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার C. এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা
D. সুপরিবর্তনীয়

উত্তরমালা

01	C	02	C	03	B	04	A	05	C
06	A	07	D	08	C	09	D	10	D
11	A	12	C	13	C	14	D	15	C

CamScanner

16. বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি?
A. ৪ B. ৬ C. ৮ D. ১০

17. বাংলাদেশের সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির কতিপয় পরিবর্তন সাধিত হয়?
A. চতুর্থ B. পঞ্চম C. সপ্তম D. অষ্টম

18. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা কতজন ছিল?
A. ২১ B. ২৪ C. ৩৩ D. ৩৪

19. ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্য অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন কে?
A. ড. কামাল হোসেন B. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
C. স্পিকার শাহ আব্দুল হামিদ D. তাজউদ্দীন আহমদ

20. একজন বিদেশি বাংলাদেশে কোন অধিকার ভোগ করতে পারবে?
A. সরকারি চাকরি লাভের অধিকার
B. ভোট দেয়ার অধিকার C. নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার
D. ধর্ম পালনের স্বাধীনতা

21. বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস হলো-
A. প্রধানমন্ত্রী B. জনগণ C. রাষ্ট্রপতি D. আমলাতন্ত্র

22. মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ আছে সংবিধানের কোন ভাগে?
A. ১ম B. ২য় C. ৩য় D. ৪র্থ

23. বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতিসমূহ হচ্ছে-
A. জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র
B. জাতীয়তাবাদ, একনায়কতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র
C. স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ
D. স্বাধীনতা, একনায়কতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র

24. কোনটি ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য নয়?
A. লিখিত সংবিধান B. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
C. সংসদীয় গণতন্ত্র D. একনায়কতন্ত্র

25. বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হবেন-
A. রাষ্ট্রপতি B. প্রধানমন্ত্রী C. স্পিকার D. প্রধান বিচারপতি

26. বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতি নয় কোনটি?
A. জাতীয়তাবাদ B. গণতন্ত্র C. ধনতন্ত্র D. সমাজতন্ত্র

27. বাংলাদেশের সংবিধান এ পর্যন্ত কতবার সংশোধন করা হয়?
A. ১৪ B. ১৫ C. ১৬ D. ১৭

28. বাংলাদেশ সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় ১৯৭২ সালের-
A. ৩ নভেম্বর B. ৪ নভেম্বর C. ৭ ডিসেম্বর D. ১৬ ডিসেম্বর

29. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান ছিলেন-
A. ড. কামাল হোসেন B. আমিরুল ইসলাম
C. সুরঞ্জিন সেনগুপ্ত D. সৈয়দ নজরুল ইসলাম

30. বিদেশিরা এদেশে কোন অধিকার ভোগ করছে?
A. সংগঠনের অধিকার B. সমাবেশের অধিকার
C. ধর্ম পালনের স্বাধীনতা D. নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার

উত্তরমালা									
16	A	17	B	18	D	19	B	20	D
21	B	22	C	23	A	24	D	25	A
26	C	27	D	28	B	29	A	30	C

31. বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নে গঠিত কর্তৃপক্ষ কোনটি?
A. মন্ত্রিপরিষদ B. গণপরিষদ
C. মুজিবনগর সরকার D. সুপ্রিমকোর্ট

32. দেশের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত আইন হচ্ছে-
A. সুপ্রিমকোর্টের আদেশ B. সংসদের কার্যবিধি
C. সংবিধান D. অধ্যাদেশ

33. খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কত তারিখে গঠিত হয়?
A. ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ B. ১২ মার্চ ১৯৭২
C. ১১ এপ্রিল ১৯৭২ D. ১৩ এপ্রিল ১৯৭২

34. ন্যায়পাল কার সমান ক্ষমতার অধিকারী?
A. সুপ্রিম কোর্টের বিচারক B. রাষ্ট্রপতি
C. প্রধানমন্ত্রী D. অ্যাটর্নি জেনারেল

35. সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আইনে কোন পদের বিলুপ্তি ঘ
A. রাষ্ট্রপতি B. উপ-রাষ্ট্রপতি
C. প্রধান উপদেষ্টা D. উপমন্ত্রী

36. কোন সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার পুনঃপ্রবর্তন করা হয়?
A. ৪র্থ B. ৮ম C. ১২তম D. ১৪তম

37. সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মূল বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
A. সংসদীয় সরকার B. সামরিক সরকার
C. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার D. তত্ত্বাবধায়ক সরকার

38. বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচিত হয় কত সালে?
A. ১৯৭১ B. ১৯৭২ C. ১৯৭৩ D. ১৯৭৪

39. বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী বিল পাস হয় কব
A. ১৩ জুলাই, ১৯৭২ B. ১৫ জুলাই, ১৯৭৩
C. ১৫ জুলাই, ১৯৭৪ D. ২০ জুন, ১৯৭৫

40. ১৯৭২ সালের কোন তারিখে বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর হ
A. ৭ মার্চ B. ২৬ মার্চ C. ১০ ডিসেম্বর D. ১৬ ডি

41. সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীতে গৃহীত হয়-
A. জাতীয় সংসদের কাছে বিচারপতিদের অপসারণ ক্ষমতা অর্প
B. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা
C. জাতীয় সংসদে ৫০টি মহিলা আসন সংরক্ষণ করা
D. সকল অফিসে প্রধানমন্ত্রীর ছবি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন

42. দ্বাদশ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্য হলো-
A. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি B. সংসদীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রব
C. রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি প্রদান
D. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন

43. গণতান্ত্রিক সমাজের মূল ভিত্তি কোনটি?
A. মৌলিক অধিকার B. অবাধ স্বাধীনতা
C. স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা D. শক্তিশালী প্রশাসন

44. মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক কে?
A. জাতিসংঘ B. সংবিধান C. রাষ্ট্রপতি D. প্রধা

উত্তরমালা									
31	B	32	C	33	C	34	A	35	
36	C	37	D	38	B	39	B	40	
41	A	42	B	43	A	44	B		

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো

জাতীয় সংসদ

বাংলাদেশের আইনসভার নাম 'জাতীয় সংসদ'। জাতীয় সংসদের সাধারণ আসন সংখ্যা ৩০০। এছাড়াও ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁরা সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। **জাতীয় সংসদের ১নং আসন পঞ্চগড় জেলায় এবং ৩০০নং আসন বান্দরবান জেলায় অবস্থিত।**

জাতীয় সংসদ ভবন

- জাতীয় সংসদ সদস্যদের আসন শূন্য হয়-
  - **নিজ দল হতে পদত্যাগ করলে।**
  - **একাধারে ৯০ দিন অনুপস্থিত থাকলে।**
  - **স্পীকারের নিকট পদত্যাগ করলে।**
- জাতীয় সংসদের কার্যকাল ৫ বছর।
- সংবিধান অনুযায়ী কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ চলবে। অর্থাৎ **৬০ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় সংসদের 'কোরাম' গঠিত হবে।**

সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা
- ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে।
- বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

সংসদ বিষয়ক বিশেষ তথ্য

- **সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল না-** চতুর্থ সংসদে।
- **সবচেয়ে কম মেয়াদকাল ছিল-** ৬ষ্ঠ সংসদে।
- **সংসদে কাস্টিং ভোট-** স্পীকারের ভোট।
- **সংসদে হুইপের কাজ-** শৃংখলা রক্ষা করা।
- **সংসদে ফ্লোর ক্রসিং-** অন্য দলে যোগদান বা নিজ দলের বিপক্ষে ভোটদান।
- **সংসদ আসন সবচেয়ে কম-** রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি (প্রতিটিতে ১টি করে)।
- **জাতীয় সংসদে এ পর্যন্ত বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান ভাষণ দেন-** ২ জন।
  - যুগোশ্লোভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মার্শাল যোশেফ টিটো (১৯৭৪)।
  - ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট ভি, ভি, গিরি (১৯৭৪)।

জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি

আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হয়। **জাতীয় সংসদে উত্থাপিত 'আইনের খসড়াকে' 'বিল' বলে।** 'বিল' দু'প্রকারের:
(১) সরকারি বিল (২) বেসরকারি বিল।

সরকারি বিল মন্ত্রিগণ উত্থাপন করেন এবং বেসরকারি বিল জাতীয় সংসদের সাধারণ সদস্যগণ উত্থাপন করেন। **সরকারি বিল উত্থাপনের জন্য ৭ দিনের সময় এবং বেসরকারি বিলের জন্য ১৫ দিনের লিখিত নোটিশ প্রয়োজন হয়।** সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিকে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দান করলে তা আইনে পরিণত হবে এবং সংসদের আইন (Act) নামে অভিহিত হবে।

ন্যায়পাল

ন্যায়পাল বা Ombudsman এর অর্থ হলো প্রতিনিধি বা মুখপাত্র। ন্যায়পাল অন্যের জন্য কথা বলবেন। **১৮০৯ সালে সুইডেনে ন্যায়পাল পদটি সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়।** সংবিধানের **'৭৭ অনুচ্ছেদে' ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান আছে।** কিন্তু সংবিধানের ন্যায়পাল পদের উল্লেখ থাকলেও এখনো 'ন্যায়পাল' নিয়োগ করা হয়নি।

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবে। সংসদের ভোটে তাঁরা অপসারিতও হবেন। **স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের বেতন ও ভাতা 'সংযুক্ত তহবিলের দায়মুক্ত ব্যয়' থেকে বরাদ্দ হবে।** জাতীয় সংসদ সদস্যদের মধ্যে থেকেই স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন।

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

- স্পিকার সংসদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
- স্পিকারের অবর্তমানে ডেপুটি স্পিকার সভাপতিত্ব করবেন।
- রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
- প্রয়োজনে স্পিকার **'নির্ণায়ক ভোট'** (Casting Vote) প্রদান করবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতি

বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন

রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি জাতীয় সংসদ সদস্যদের ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না। ব্রিটেনের রাণী/রাজা বা ভারতের রাষ্ট্রপতির ন্যায় তিনি হলেন **'শাসনতান্ত্রিক প্রধান'**। সংবিধান অনুযায়ী তিনি দেশের সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি একজন নিয়মতান্ত্রিক বা শাসনতান্ত্রিক প্রধান।
- রাষ্ট্রপতি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।
- রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, কর্ম কমিশনের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার, অ্যাটর্নি জেনারেল, মহা হিসাবরক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং বিদেশে রাষ্ট্রদূতদেরকে নিয়োগ করবেন।
- আইনসভা কর্তৃক পাসকৃত বিলে রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে সম্মতি দিয়ে থাকেন।
- জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।
- 'অধ্যাদেশ' প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার প্রধান। প্রধানমন্ত্রীই প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। **সংবিধানের ৫৫ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁর কর্তৃত্বে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে।'** প্রধানমন্ত্রীকে **'ক্যাবিনেট তোরণের প্রধান স্তম্ভ'** বলা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি

- মন্ত্রীপরিষদের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী।
- প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভেঙ্গে দেন।
- প্রধানমন্ত্রী যে কোনো সময় কোনো মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করতে পারবেন।
- জাতীয় সংসদের নেতা হলেন- প্রধানমন্ত্রী।
- আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রে সাধারণ নির্বাচনের অর্থ- প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ মূলত **উচ্চতর বিচার বিভাগ (সুপ্রিম কোর্ট)** এবং **অধস্তন বিচার বিভাগ (নিম্ন আদালতসমূহ)** এ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান এবং দোষী ও অপরাধীর শাস্তি বিধান করাই বিচার বিভাগের কাজ।

সুপ্রিম কোর্ট

- সংবিধানের **'৯৪ অনুচ্ছেদ'** অনুযায়ী, "সুপ্রিম কোর্ট নামে বাংলাদেশে একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকবে এবং আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে তা গঠিত হবে।"

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

- সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত।
- বিচারকদের প্রয়োজনীয় সংখ্যা নির্ধারণ করবেন রাষ্ট্রপতি।
- প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।
- বিচারক পদের মেয়াদকাল ৬৭ বছর।
- সংবিধানের ১০৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট একটি 'কোর্ট অব রেকর্ড' হবেন।

অধঃস্তন আদালতসমূহ

সুপ্রিম কোর্টের অধীনে প্রতিটি জেলায় অধঃস্তন বা নিম্ন আদালত আছে। প্রতিটি জেলার বিচার বিভাগের প্রধান জেলা জর্জ।

> **বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা**
>
> ১৯৯৯ সালে ২ ডিসেম্বর 'মাজদার হোসেন মামলার' রায়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণের বিষয়ে সর্বসম্মত রায় ঘোষণা করে। এরই ধারাবাহিকতায় **২০০৭ সালের ১ নভেম্বর নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক হয়ে যায়।**

সচিবালয়

বাংলাদেশ 'সচিবালয়'

বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়গুলোকে যৌথভাবে 'সচিবালয়' বলা হয়। অর্থাৎ সচিবালয় হলো মন্ত্রণালয়গুলোর সমষ্টি। সচিবালয় বাংলাদেশ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুস্বরূপ। প্রশাসনিক সংগঠনের পদসোপানে সচিবালয়ের স্থান সর্বোচ্চ।

বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামোর ছক:

মন্ত্রী → নির্বাহী প্রধান
↓
সচিব → প্রশাসনিক প্রধান
↓
অতিরিক্ত সচিব → উপ-বিভাগের প্রধান

সচিব

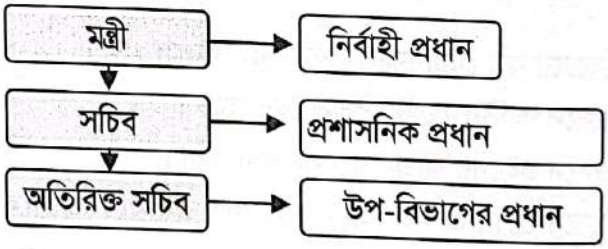

মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর পরই সচিবের স্থান। সচিব মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধানের প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। সচিবের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মন্ত্রণালয়ের **'মুখ্য হিসাব নিরীক্ষক'** হিসেবে দায়িত্ব পালন।

বিশেষ তথ্য

- বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।
- বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় **'কেন্দ্রীভূতকরণ'** নীতি ও অবস্থা বিরাজমান।
- ডেপুটি কমিশনারকে **'সরকারের চোখ, কান, নাক ও মুখ'** হিসেবে অভিহিত করা হয়।

জাতীয় সংসদ পরিচালনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব	
রাষ্ট্রপতি	জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান, মূলতবী, স্থগিত ও ভেঙ্গে দেয়ার এখতেয়ার রাখেন।
স্পীকার	জাতীয় সংসদ/আইনসভার সভাপতি। নিয়মিত ভাবে অধিবেশন বিল উত্থাপন ও আলোচনার সুযোগ করে দেয়া। প্রয়োজনে কাস্টিং ভোট প্রদান ক্ষমতা রয়েছে। সংসদীয় কার্য উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি।
ডেপুটি স্পীকার	স্পীকারকে অধিবেশন পরিচালনায় সহযোগিতা করা। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের সভাপতিত্ব করা। সংসদীয় স্থায়ী লাইব্রেরী কমিটির সভাপতি।
হুইপ	জাতীয় সংসদের সর্বাত্মক বিধি অনুযায়ী শৃংখলা রক্ষা করা এবং দলীয় ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখা।
প্রধানমন্ত্রী	জাতীয় সংসদের নেতা।

অনুশীলনী

01. জাতীয় সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি এবং পরবর্তী অধিবেশনের মধ্যে কতদিনের বেশি বিরতি থাকবে না?
A. ৫০ দিন B. ৬০ দিন
C. ৭০ দিন D. ৮০ দিন

02. একাধিক্রমে কত বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকলে কোনো জাতীয় সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে?
A. ৭০ B. ৮০ C. ৮৫ D. ৯০

03. জাতীয় সংসদের মূল কাজ হলো-
A. প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন B. মন্ত্রিসভা গঠন
C. বিরোধী দলের নেতা নির্বাচন D. আইন প্রণয়ন

04. কার পরামর্শে রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভেঙে দেন?
A. রাষ্ট্রপতি B. প্রধানমন্ত্রী C. স্পিকার D. আইনমন্ত্র

05. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোনটি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী?
A. শাসন বিভাগ B. বিচার বিভাগ
C. আইন বিভাগ D. নির্বাচন কমিশন

06. সংসদীয় ভাষায় 'বিল' বলতে বোঝায়-
A. প্রতিদিনের খরচের হিসাব B. সাপ্তাহিক খরচের হিসাব
C. আইনের প্রাথমিক প্রস্তাব D. উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রস্তাব

07. জাতীয় সংসদের সভাপতি কে?
A. রাষ্ট্রপতি B. প্রধানমন্ত্রী C. স্পিকার D. আইনমন্ত্রী

08. কীভাবে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যায়?
A. সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে B. প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে
C. জাতীয় সংসদ কর্তৃক অভিশংসনের মাধ্যমে
D. প্রধান বিচারপতি কর্তৃক

09. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় কে আলংকারিক বা আনুষ্ঠানিক প্রধান?
A. রাষ্ট্রপতি B. প্রধানমন্ত্রী
C. স্পিকার D. প্রধান বিচারপতি

10. আইনসভা কর্তৃক পাসকৃত বিলে রাষ্ট্রপতি কত দিনের মধ্যে সম্মতি দিয়ে থাকেন?
A. ১০ B. ১৫ C. ২১ D. ৩০

11. ন্যায়পাল কার সমান ক্ষমতার অধিকারী?
A. সুপ্রিম কোর্টের বিচারক B. রাষ্ট্রপতি
C. প্রধানমন্ত্রী D. অ্যাটর্নি জেনারেল

12. নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় আদালত স্বপ্রেণোদিত হয়ে রুল জারি করলে তাকে বলে-
A. অধ্যাদেশ B. সুয়োমোটো
C. নিষেধাজ্ঞা D. স্থগিত আদেশ

13. নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় আদালত স্বপ্রেণোদিত হয়ে রুল জারি করলে তাকে বলে-
A. অধ্যাদেশ B. সুয়োমোটো
C. নিষেধাজ্ঞা D. স্থগিত আদেশ

14. কোরামের জন্য কতজন সদস্য প্রয়োজন?
A. ৪৫ B. ৫০
C. ৫৫ D. ৬০

উত্তরমালা									
01	B	02	D	03	D	04	B	05	C
06	C	07	C	08	C	09	A	10	B
11	A	12	B	13	B	14	D		

15. "যিনি প্রশাসক তিনিই বিচারক"- এর উদাহরণ কে?
A. প্রধানমন্ত্রী B. মন্ত্রী
C. জেলা জজ D. জেলা প্রশাসক

16. জাতীয় সংসদের সভাপতি কে?
A. রাষ্ট্রপতি B. স্পিকার
C. প্রধানমন্ত্রী D. ডেপুটি স্পিকার

17. বাংলাদেশে সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসেবে কোনটি বিবেচিত?
A. রাষ্ট্রপতির দপ্তর B. প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর
C. সুপ্রিম কোর্ট D. জাতীয় সংসদ

18. প্রশাসনিক সংগঠনের পদসোপানে কোনটির স্থান সর্বোচ্চ?
A. রাষ্ট্রপতির দপ্তর B. প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর
C. সুপ্রিম কোর্ট D. সচিবালয়

19. রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে চাইলে কার নিকট পদত্যাগ পত্র পাঠাবেন?
A. প্রধান বিচারপতি B. মন্ত্রিপরিষদ
C. প্রধানমন্ত্রী D. স্পিকার

20. বাংলাদেশের সরকার প্রধান কে?
A. স্পিকার B. রাষ্ট্রপতি
C. প্রধান বিচারপতি D. প্রধানমন্ত্রী

21. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদের ন্যূনতম বয়স কত বছর?
A. ২৫ B. ৩০ C. ৩৫ D. ৪০

22. বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ সদস্য হওয়ার ন্যূনতম বয়স কত?
A. ১৮ B. ২৫ C. ৩০ D. ৩৫

23. প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদকাল কত বছর?
A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ৫

24. প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দেন কে?
A. প্রধান বিচারপতি B. স্পিকার
C. জাতীয় সংসদ D. রাষ্ট্রপতি

25. রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে তার দায়িত্ব পালন করেন কে?
A. প্রধানমন্ত্রী B. প্রধান বিচারপতি
C. আইনমন্ত্রী D. স্পিকার

26. সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হন কীভাবে?
A. নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে
B. সমঝোতার ভিত্তিতে
C. জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে
D. সদস্যদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে

27. রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসনের জন্য জাতীয় সংসদ সদস্যদের কী পরিমাণ ভোটের প্রয়োজন হয়?
A. অর্ধেক B. এক-তৃতীয়াংশ
C. দুই-তৃতীয়াংশ D. তিন-চতুর্থাংশ

28. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান কে?
A. স্পিকার B. রাষ্ট্রপতি
C. প্রধানমন্ত্রী D. প্রধান বিচারপতি

29. প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত রিপোর্ট মহাহিসাব নিরীক্ষক কার নিকট পেশ করেন?
A. জাতীয় সংসদে B. অর্থ মন্ত্রণালয়ে
C. রাষ্ট্রপতির নিকট D. প্রধানমন্ত্রীল কার্যালয়ে

30. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা গঠনে কার ভূমিকা মুখ্য?
A. রাষ্ট্রপতি B. প্রধানমন্ত্রী
C. স্পিকার D. চীফ হুইপ

31. সংসদ মুলতুবি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে উদ্দেশ্যে-
A. স্বচ্ছতা বৃদ্ধি B. বাজেট আলোচনা
C. সরকারি কাজকর্ম
D. জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা

32. বাংলাদেশে অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা কার হাতে ন্যস্ত?
A. রাষ্ট্রপতি B. প্রধানমন্ত্রী
C. আইনমন্ত্রী D. প্রধান বিচারপতি

33. জাতীয় অর্থ তহবিলের নিয়ন্ত্রক কে?
A. প্রধানমন্ত্রী B. জাতীয় সংসদ
C. রাষ্ট্রপতি D. অর্থমন্ত্রী

34. প্রধানমন্ত্রী হতে হলে কমপক্ষে কত বছর বয়স্ক হতে হবে?
A. ২০ B. ২৫ C. ৩০ D. ৩৫

35. জাতীয় সংসদের নেতা কে?
A. রাষ্ট্রপতি B. প্রধানমন্ত্রী
C. স্পিকার D. ডেপুটি স্পিকার

36. কে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করেন?
A. প্রধানমন্ত্রী B. আইনমন্ত্রী C. রাষ্ট্রপতি D. স্পিকার

37. জাতীয় সংসদে কে বাজেট পেশ করেন?
A. রাষ্ট্রপতি B. প্রধানমন্ত্রী C. অর্থমন্ত্রী D. অর্থ সচিব

38. মন্ত্রীদের দপ্তর বন্টন করেন কে?
A. রাষ্ট্রপতি B. প্রধানমন্ত্রী C. স্পিকার D. চীফ হুইপ

39. বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনটি প্রবর্তন করা হয়?
A. আইনসভা B. বিচার বিভাগ
C. কর্ম কমিশন D. নির্বাচন কমিশন

40. জাতীয় সংসদকে ইংরেজিতে কী বলা হয়?
A. The House of the Nation
B. The House of the People
C. The Hosue of the Nationality
D. The Hosue of the Speaker

41. মন্ত্রিসভা কাজের জন্য কার নিকট দায়ী থাকে?
A. মন্ত্রণালয় B. সচিবালয়
C. জাতীয় সংসদ D. সুপ্রিম কোর্ট

42. অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হতে কোনটির অনুমোদন দরকার?
A. সুপ্রিম কোর্ট B. সংসদ
C. হাই কোর্ট D. জেলা আদালত

উত্তরমালা									
15	D	16	B	17	D	18	A	19	D
20	D	21	C	22	B	23	D	24	D
25	D	26	D	27	C	28	B		

উত্তরমালা									
29	C	30	B	31	D	32	A	33	B
34	B	35	B	36	C	37	C	38	B
39	A	40	A	41	C	42	B		

43. সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী জাতীয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র কোনটি?
A. সুপ্রিম কোর্ট B. হাইকোর্ট
C. জাতীয় সংসদ D. সচিবালয়

44. জাতীয় সংসদ সদস্যদের প্রধান কর্তব্য কোনটি?
A. দেশ ও জনগণের কল্যাণে আইন প্রণয়ন
B. অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করা
C. প্রধান বিচারপতিকে কাজের নির্দেশনা দেওয়া
D. কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা

45. সংসদ সদস্যগণ কাদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে?
A. আমলাদের B. বিচারপতিদের
C. নাগরিকদের D. সরকারি কর্মকর্তাদের

46. একাধারে সংসদে কতদিন অনুপস্থিত থাকলে সংসদ সদস্যদের সদস্য পদ বাতিল হয়?
A. ৩০ দিন B. ৬০ দিন C. ৭০ দিন D. ৯০ দিন

47. মন্ত্রিসভার সাথে জাতীয় সংসদের সম্পর্ক কেমন?
A. ঘনিষ্ঠ B. জবাবদিহিমূলক
C. সম্পূরক D. পরিপূরক

48. শাসন বিভাগ তার সকল কর্মকান্ডের জন্য কার কাছে জবাবদিহি করে?
A. রাষ্ট্রপতি B. প্রধানমন্ত্রী C. জাতীয় সংসদ D. স্পিকার

49. জাতীয় সংসদ সদস্যদের মাঝে জবাবদিহিতার মনোভাব থাকলে কোনটি সহজ হবে?
A. সুশাসন প্রতিষ্ঠা B. আইন প্রণয়ন
C. বাজেট প্রণয়ন D. রাজস্ব আদায়

50. সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার স্নায়ুতন্ত্র হিসেবে কোনটি কাজ করে?
A. জাতীয় উন্নয়ন B. আইনের শাসন
C. জবাবদিহিতা D. আইন প্রণয়ন

51. কোনটি বাংলাদেশ সরকারের মূল চালিকাশক্তি?
A. আইন বিভাগ B. শাসন বিভাগ
C. বিচার বিভাগ D. অর্থ বিভাগ

52. শাসন বিভাগের নির্বাহী প্রধান কে?
A. অ্যাটর্নি জেনারেল B. রাষ্ট্রপতি
C. প্রধানমন্ত্রী D. স্পিকার

53. বাংলাদেশের শাসন বিভাগের কেন্দ্রবিন্দু কে?
A. প্রধানমন্ত্রী B. রাষ্ট্রপতি
C. স্পিকার D. প্রধান বিচারপতি

54. জাতীয় সংসদে কার বক্তব্যই চূড়ান্ত?
A. রাষ্ট্রপতির B. স্পিকারের
C. সংসদীয় উপনেতার D. প্রধানমন্ত্রীর

55. কার সম্মতি ব্যতীত কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না?
A. রাষ্ট্রপতি B. পররাষ্ট্রমন্ত্রী C. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী D. প্রধানমন্ত্রী

56. প্রধানমন্ত্রীকে জবাবদিহি করতে হয় কার নিকট?
A. স্পিকার B. জাতীয় সংসদ C. রাষ্ট্রপতি D. সচিবালয়

57. যে কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন?
A. রাষ্ট্রদূত B. প্রধানমন্ত্রী
C. পররাষ্ট্রমন্ত্রী D. জাতীয় অধ্যাপক

58. সংবিধানের কত তম অনুচ্ছেদে মন্ত্রিপরিষদের কথা বলা হয়েছে?
A. ৪৫ নং B. ৫০ নং C. ৫৫ নং D. ৬০ নং

59. কোন দেশের রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান?
A. বাংলাদেশ B. চীন C. কিউবা D. যুক্তরাষ্ট্র

60. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে?
A. ৪২ B. ৪৪ C. ৪৬ D. ৪৮

61. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দায়িত্ব কে পরিচালনা করেন?
A. প্রধান বিচারপতি B. স্পিকার
C. প্রধানমন্ত্রী D. প্রধান নির্বাচন কমিশনার

62. রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের মেয়াদকাল নির্ধারিত হয় কীভাবে?
A. মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তে B. সংসদের ভোটে
C. সাংবিধানিকভাবে D. প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায়

63. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম কী?
A. জজ কোর্ট B. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল
C. হাইকোর্ট D. সুপ্রিমকোর্ট

64. বাংলাদেশের কোন বিভাগের গঠননীতি পদসোপানভিত্তিক?
A. আইন B. শাসন C. বিচার D. প্রতিরক্ষা

65. সংবিধান বহির্ভূত কোনো বিধানকে অবৈধ ঘোষণা করে কে?
A. সুপ্রিম কোর্ট B. জাতীয় সংসদ
C. সালিশি আদালত D. জেলা জজ আদালত

66. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের কত অনুচ্ছেদ অনুসারে গঠিত?
A. ৬৫নং অনুচ্ছেদ B. ৯৪নং অনুচ্ছেদ
C. ১১৮নং অনুচ্ছেদ D. ১২৭নং অনুচ্ছেদ

67. সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে কে নিয়োগ দেন?
A. প্রধানমন্ত্রী B. রাষ্ট্রপতি
C. স্পিকার D. সচিব

68. 'কোর্ট অব রেকর্ড' রূপে কোনটি কাজ করে?
A. হাইকোর্ট B. সুপ্রিম কোর্ট
C. আপিল বিভাগ D. অধঃস্তন আদালত

69. দেওয়ানি মামলার জন্যে জেলার সর্বোচ্চ আদালত কোনটি?
A. দেওয়ানি আদালত B. জেলা জজ আদালত
C. স্থানীয় আদালত D. সালিশি আদালত

70. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মূল চালিকা শক্তি কোনটি?
A. অধস্তন আদালত B. মাঠ প্রশাসন
C. পৌর প্রশাসন D. নগর প্রশাসন

71. উপজেলার প্রধান প্রশাসক কে?
A. UNO B. TNO
C. DC D. ADC

উত্তরমালা										
43	C	44	A	45	C	46	D	47	B
48	C	49	A	50	C	51	B	52	C
53	A	54	D	55	D	56	B		

উত্তরমালা												
57	B	58	C	59	A	60	D	61	D
62	C	63	D	64	C	65	A	66	B
67	B	68	B	69	B	70	B	71	A

CamScanner

ষষ্ঠ অধ্যায়: স্থানীয় শাসন

বাংলাদেশে এলাকাভিত্তিক সীমিত কর্তৃত্বসম্পন্ন শাসনব্যবস্থা ২ ভাগে বিভক্ত:

১ স্থানীয় শাসন | ২ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

স্থানীয় শাসন

শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারি কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে 'স্থানীয় শাসন' বা 'স্থানীয় সরকার' বলে। স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষকে 'স্থানীয় সরকার' বলেও অভিহিত করা হয়। স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ কোনো নীতি নির্ধারণ করে না, তাদের কাজ হলো কেন্দ্রীয় সরকার গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করা। **সরকারের সাথে স্থানীয় জনগণের যোগাযোগের মাধ্যম হলো স্থানীয় প্রশাসন।**

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী, 'আইনসঙ্গত উপায়ে গঠিত নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার কাঠামো:

জেলা পরিষদ ➡ উপজেলা পরিষদ ➡ ইউনিয়ন পরিষদ

ইউনিয়ন পরিষদ

ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন নির্বাচিত সদস্য এবং ৩ জন মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত আসন) নিয়ে। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় ১২ জন সদস্য ও ১ জন চেয়ারম্যানসহ মোট ১৩ জন সদস্য নিয়ে। ইউনিয়ন পরিষদের কাজের মেয়াদ ৫ বছর।

- **প্রধানের পদবী**- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান।
- **সংরক্ষিত মহিলা আসন রয়েছে**- ৩ টি।
- **মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিধান করা হয়**- ১৯৯৭ সালে।
- **বাংলাদেশের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর**- ইউনিয়ন পরিষদ।
- **ইউনিয়ন পরিষদের সার্বক্ষণিক দাপ্তরিক কাজ করেন**- সেক্রেটারি বা সচিব।

পৌরসভা

একজন মেয়র, কয়েকজন কাউন্সিলর ও কয়েকজন মহিলা কাউন্সিলর নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে ১ জন কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। প্রতি ৩টি ওয়ার্ড থেকে সংরক্ষিত আসনে একজন মহিলা কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। একটি পূর্ণাঙ্গ পৌরসভায় সাধারণত ১৮টি ওয়ার্ড থাকে। [সে হিসেবে পৌরসভার মোট সদস্য সংখ্যা হলো: ১ জন মেয়র, ১৮ কাউন্সিলর, ৬ জন মহিলা কাউন্সিলরসহ মোট ২৫ জন।]

- পৌরসভায় নির্বাচিত সদস্যকে 'কাউন্সিলর' বলে।
- পৌরসভা নির্বাচন হয় প্রত্যক্ষ ভোটে।
- পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলরদের মেয়াদ ৫ বছর।

উপজেলা পরিষদ

রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ **১৯৮৩ সালে এক 'অধ্যাদেশ জারি করে থানাকে 'উপজেলা' নামকরণ** করেন। উপজেলা প্রধানের নামকরণ করা হয় উপজেলা চেয়ারম্যান।

- **প্রথম উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়**- ১৯৮৫ সালে।
- **জাতীয় সংসদে 'উপজেলা পরিষদ বাতিল' বিলটি পাস হয়**- ১৯৯২ সালে।
- **আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়**- ১৯৯৮ সালে।

সিটি কর্পোরেশন

বাংলাদেশে বর্তমানে **সিটি কর্পোরেশন রয়েছে ১২টি।** এগুলো পূর্বে পৌরসভা নামে পরিচিত ছিল। সিটি কর্পোরেশনের সদস্যগণকে 'কমিশনার' বলা হয় এবং প্রধানকে 'মেয়র' বলা হয়। মেয়রকে কাজে সাহায্য করেন কমিশনারগণ।

- **দেশের প্রথম নারী সিটি মেয়র**- সেলিনা হায়াৎ আইভী।
- **ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র**- মোহাম্মদ হানিফ।
- **ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে বিভক্ত করার অধ্যাদেশ জারি হয়**- ৩০ ডিসেম্বর, ২০১১।

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান- এ ৩টি জেলার জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে **১৯৮৯ সালে চতুর্থ জাতীয় সংসদে 'পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ'** গঠন করে একটি বিল পাস হয়। ১৯৮৯ সালে তা আইনে পরিণত হলে ৩টি পার্বত্য জেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং 'জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ' গঠিত হয়।

- **পরিষদ তিনটির চেয়ারম্যান হবেন**- উপজাতীয়দের মধ্যে থেকে।

জেলা পরিষদ

- **বাংলাদেশে বর্তমানে জেলা সংখ্যা**- ৬৪ টি।
- **দেশে পুরাতন জেলা বা মহকুমা ছিল**- ২১ টি।
- **জেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের নাম**- জেলা পরিষদ।
- **স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ স্তর**- জেলা পরিষদ।
- **দেশের সকল মহকুমা জেলায় উন্নীত করা হয়**- ১৯৮৪ সালে।

CamScanner

অনুশীলনী

01. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা কোন আদর্শের সাথে সম্পর্কিত?
A. গণতান্ত্রিক আদর্শ
B. সর্বাত্মকবাদী আদর্শ
C. একনায়কতান্ত্রিক আদর্শ
D. সমাজতান্ত্রিক আদর্শ

02. N.G.O.-এর পূর্ণরূপ কী?
A. Non Government Organization
B. Non Government Organization
C. New Government Order
D. New Government Office

03. বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন স্তর বা তৃণমূলক পর্যায়ে স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা করে কোনটি?
A. গ্রাম পরিষদ
B. ইউনিয়ন পরিষদ
C. উপজেলা পরিষদ
D. জেলা পরিষদ

04. বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রাথমিক স্তর বা সর্বনিম্ন স্তর হলো-
A. ওয়ার্ড পরিষদ
B. গ্রাম পরিষদ
C. ইউনিয়ন পরিষদ
D. উপজেলা পরিষদ

05. ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়-
A. একজন চেয়ারম্যঅন ও ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে
B. একজন চেয়ারম্যান ও ১১ জন সদস্য সমন্বয়ে
C. একজন চেয়ারম্যান ও ১২ জন সদস্য সমন্বয়ে
D. একজন চেয়ারম্যান ও ১৩ জন সদস্য সমন্বয়ে

06. ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হত হলে তাঁর বয়স হবে কমপক্ষে-
A. ১৮ বছর
B. ২১ বছর
C. ২৫ বছর
D. ৩০ বছর

07. পৌরসভার নির্বাচিত প্রধানের পদবি কি?
A. চেয়ারম্যান
B. কমিশনার
C. পৌর মেয়র
D. কাউন্সিলর

08. বাংলাদেশে পার্বত্য জেলা কয়টি?
A. ২
B. ৩
C. ৪
D. ৫

09. মাঠ প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর কোনটি?
A. জেলা প্রশাসক
B. উপজেলা প্রশাসন
C. ইউনিয়ন পরিষদ
D. জেলা পরিষদ

উত্তরমালা									
01	A	02	A	03	B	04	C	05	C
06	C	07	C	08	B	09	B		

CamScanner

সপ্তম অধ্যায়: সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে সংবিধানের আওতায় প্রতিষ্ঠিত ৪টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যথা- ১. সরকারি কর্মকমিশন, ২. নির্বাচন কমিশন, ৩. অ্যাটর্নি জেনারেল এবং ৪. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। এসব প্রতিষ্ঠান 'সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান' নামে পরিচিত।

১. সরকারি কর্মকমিশন
২. নির্বাচন কমিশন
৩. অ্যাটর্নি জেনারেল
৪. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

চার প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করেন।

সরকারি কর্মকমিশন

সরকারি কর্মকমিশন একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি 'সরকারি কর্মকমিশন আদেশ' জারি করলে আদেশানুযায়ী সরকারি কর্মকমিশন গঠিত হয়। সংবিধানের **'১৩৭নং অনুচ্ছেদে'** সরকারি কর্মকমিশনের গঠন উল্লেখ আছে। **রাষ্ট্রপতির ৫৭নং আধ্যাদেশ** অনুযায়ী সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতি ও সদস্য সংখ্যা ন্যূনতম ৬ জন এবং সর্বোচ্চ ১৫ জন নির্ধারণ করা হয়। মেয়াদকাল দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে ৫ বছর।

- **প্রধানকে নিয়োগদান করেন- রাষ্ট্রপতি।**

নির্বাচন কমিশন

বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের 'নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার' জন্য একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। সংবিধানের **'১১৮নং অনুচ্ছেদে'** বলা হয়েছে- প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক ৪ জন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশের একটি 'নির্বাচন কমিশন' গঠিত হবে। নির্বাচন কমিশনারের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করেন। নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদকাল ৫ বছর।

- **নির্বাচন কমিশন একটি-** স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।
- **অপারেশন নবযাত্রা হল-** ছবিসহ ভোটার তালিকা বা জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরী কর্মসূচি।
- **প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেন-** রাষ্ট্রপতি।

অ্যাটর্নি জেনারেল

বাংলাদেশের সংবিধানের **'৬৪নং অনুচ্ছেদ'** অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রে একজন অ্যাটর্নি জেনারেল থাকবেন। অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের প্রধান সরকারি আইন কর্মকর্তা। বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁর মামলা পরিচালনার অধিকার রয়েছে। তিনি সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের ন্যায় মর্যাদা ভোগ করবেন।

অ্যাটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা ও কাজ

- রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্বসমূহ পালন করেন।
- সকল আদালতে বক্তব্য পেশ করতে পারবেন।
- প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মত প্রকাশ করবেন।
- সরকারের আইনবিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

সংবিধানের **'১২৭নং অনুচ্ছেদ'** অনুযায়ী একজন 'মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক' থাকবেন। তার **পদমর্যাদা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের ন্যায়।** প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত মহাহিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্টসমূহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করেন। প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত রিপোর্ট **'মহাহিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্ট'** নামে পরিচিত। মেয়াদকাল ৫ বছর।

অনুশীলনী

01. বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের আদেশ জারি হয় কখন?
A. ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি B. ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল
C. ১৯৭২ সালের ১৮ এপ্রিল D. ১৯৭২ সালের ২৮ এপ্রিল

02. বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কত সালে গঠিত হয়?
A. ১৯৭২ B. ১৯৭৪ C. ১৯৭৫ D. ১৯৭৭

03. বাংলাদেশ কর্ম কমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণ কাকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র দ্বারা পদত্যাগ করতে পারবেন?
A. রাষ্ট্রপতি B. প্রধানমন্ত্রী C. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী D. আইনমন্ত্রী

04. বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ন্যূনপক্ষে কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হতে পারে?
A. ৬ B. ৬ C. ১২ D. ১৫

05. অ্যাটর্নি জেনারেল এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে কে নিয়োগ দান করেন?
A. রাষ্ট্রপতি B. প্রধানমন্ত্রী C. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী D. আইনমন্ত্রী

06. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা কে?
A. আইনমন্ত্রী B. অ্যাটর্নি জেনারেল
C. প্রধান বিচারপতি D. স্পিকার

07. রাষ্ট্রের পক্ষে যে কোনো মামলা যে কোনো আদালতে পরিচালনা করতে পারেন। নিচের কোন কর্মকর্তাকে নির্দেশ করে?
A. অ্যাটর্নি জেনারেল B. প্রশাসনিক কর্মকর্তা
C. বেসরকারি কর্মকর্তা D. সামরিক কর্মকর্তা

08. স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের কথা সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে?
A. ১১২ B. ১১৪ C. ১১৬ D. ১১৮

09. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কে নিয়োগ করেন?
A. প্রধানমন্ত্রী B. রাষ্ট্রপতি C. প্রধান বিচারপতি D. আইনমন্ত্রী

উত্তরমালা									
01	B	02	A	03	A	04	A	05	A
06	B	07	A	08	D	09	B		

অষ্টম অধ্যায়: বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

আধুনিক গণতন্ত্রের অর্থ **'প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র'**।

১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশে প্রথমবারের মতো বহুদলীয় সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের প্রবর্তন ঘটে। উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করে। **১৯৭৩ সালের এ নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গঠিত মন্ত্রিসভায় দুজন নারী (বদরুন্নেসা আহমদ এবং নূরজাহান মুর্শিদ) সদস্য ছিল।**

প্রথম জাতীয় সংসদে-

- সংরক্ষিত নারী আসন ছিল- ১৫টি।
- 'সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী' ছিলেন- শেখ মুজিবুর রহমান।
- স্পিকার ছিলেন- মুহম্মদুল্লাহ।
- ডেপুটি স্পীকার ছিলেন- মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ।

চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৮৮

- ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- চতুর্থ জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য কোনো সংরক্ষিত আসন ছিল না।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১

- গণআন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি এরশাদ নিঃশর্তভাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬

- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু বিএনপি তা অগ্রাহ্য করে এককভাবে দলবিহীন ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করে।
- ষষ্ঠ সংসদের আয়ু ছিল মাত্র ১১ দিন। এ সংসদে বাংলাদেশ সংবিধানে 'ত্রয়োদশ সংশোধন আইন' গৃহীত হয় ফলে সৃষ্টি হয় 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার'।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯৬

- ১৯৯৬ সালের ১২ জুন বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- এই সংসদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।
- এই সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু করা হয়।

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ

খন্দকার মোশতাক আহমেদের জারিকৃত **'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর সপ্তম জাতীয় সংসদে বাতিল করা হয়।** ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার প্রক্রিয়া শুরুর আইনি বাধা অপসারিত হয়। ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার এজাহার দায়ের করেন আ. ফ. ম. মহিতুল ইসলাম। ১৯৯৭ সালের ১২ মার্চ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারকার্য শুরু হয়।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১

- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের অধীনে ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮

- ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনি ইশতেহারে শেখ হাসিনা 'দিন বদলের ডাক' দেন।
- নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গঠন করে এবং শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৪

- ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- দশম জাতীয় সংসদে রেকর্ড সংখ্যক ১৮ জন নারী এম.পি. নির্বাচিত হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৮

- ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৫৯টি আসনে জয়লাভ করে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০২৪

- ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই নির্বাচনে গঠিত সরকারের পতন হয়।

CamScanner

অনুশীলনী

01. জনপ্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হয় কিসের মাধ্যমে?

A. নির্বাচন B. সভাসমিতি
C. জনমত D. গণমাধ্যম

02. গণভোট কী?

A. হ্যাঁ বা না ভোট B. জনগণের ভোট
C. সার্বজনীন ভোট D. গণতন্ত্রের ভোট

03. স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম গণভোট হয় কত সালে?

A. ১৯৭৬ B. ১৯৭৭
C. ১৯৭৮ D. ১৯৭৯

04. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ আসন লাভকারী দল কোনটি?

A. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল B. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
C. বাংলাদেশ জাতীয় লীগ D. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

05. বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ছিলেন কে?

A. বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ B. বিচারপতি হাবিবুর রহমান
C. বিচারপতি লতিফুর রহমান D. ফখরুদ্দীন আহমদ

06. নিম্নের কোন জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়?

A. চতুর্থ B. ষষ্ঠ
C. অষ্টম D. দশম

07. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (২০০৮) কোন রাজনৈতিক জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?

A. আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট
B. বিএনপি-জামায়তের ৪ দলীয় জোট
C. স্বতন্ত্র
D. এল. ডি. পি

উত্তরমালা

01	A	02	A	03	D	04	D	05	B
06	C	07	A						

নবম অধ্যায়: বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হলো **'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়'** (Friendship to all and malice to none)। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, "পৃথিবীর সকল জাতির সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাই আমাদের বৈদেশিক নীতির মূল কথা"। আমরা বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডে পরিণত করতে চাই। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমি কোনো ব্লকে নেই। প্রাচ্য ব্লকেও নয়, পাশ্চাত্য ব্লকেও নয়– আমি স্বাধীন নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতিতে বিশ্বাসী"।

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য

- বন্ধুত্বের নীতি
- সম-মর্যাদার নীতি
- স্বাধীন ও নিরপেক্ষ
- আদর্শভিত্তিক
- উন্নয়নমুখী
- শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি

প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন, ১৯৮৫

- ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় 'সার্ক' শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর 'সার্ক সনদ' স্বাক্ষরিত হয় (সনদের লক্ষ্য- ৮টি)।

SAPTA	♦ South Asian Preferential Trade Arrangement. ♦ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৯৩ সালে; কার্যকর হয়- ১৯৯৫ সালে।
SAFTA	♦ South Asian Free Trade Area. ♦ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২০০৪ সালে; কার্যকর হয়- ২০০৬ সালে।

SAARC এর সদস্য দেশ- ৮টি	
♦ বাংলাদেশ	♦ পাকিস্তান
♦ ভারত	♦ শ্রীলংকা
♦ নেপাল	♦ মালদ্বীপ
♦ ভুটান	♦ আফগানিস্তান

সার্ক (SAARC)

সার্ক (SAARC-South Asian Association for Regional Co-operation) একটি **'আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা'**। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক জোরদার ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর 'সার্ক সনদ' স্বাক্ষরিত হয় এবং **'ঢাকা ঘোষণার'** মধ্য দিয়ে সার্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সার্ক প্রথমে গঠিত হয়েছিল ৭টি রাষ্ট্র নিয়ে। ২০০৭ সালে আফগানিস্তান সার্কের সর্বশেষ সদস্যপদ লাভ করে। সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত। সার্কের প্রধানকে বলা হয় সেক্রেটারি জেনারেল। **সার্কের প্রথম মহাসচিব ছিলেন বাংলাদেশের আবুল আহসান এবং প্রথম নারী মহাসচিব ছিলেন ফাতেমা দিয়ানা সাঈদ।**

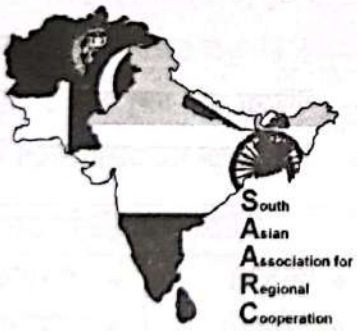

সার্কের আঞ্চলিক কেন্দ্র

- **সার্ক কৃষি কেন্দ্র (SAC)**- ঢাকা, বাংলাদেশ।
- **সার্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (SCC)**- কলম্বো, শ্রীলংকা।
- **সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (SDMC)**- গান্ধীনগর, গুজরাট, ভারত।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন: NAM

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (Non-Aligned Movement-NAM) প্রতিষ্ঠার লক্ষে ১৯৫৫ সালে **ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং** শহরে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ঐতিহাসিক **'পঞ্চশীল নীতি'** গৃহীত হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন বিশ্বে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল তা এড়িয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের **প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে তৎকালীন যুগোশ্লাভিয়ার বেলগ্রেডে**। তৎকালীন বিশ্বের ৫ টি দেশের রাষ্ট্র প্রধান ন্যামের উদ্যোক্তা ছিলেন।

- **সদর দপ্তর**- সদর দপ্তর নেই।
- **ন্যামের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল**- ২৫টি দেশ।
- **ন্যামের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়**- ৩ বছর পর পর।
- **ন্যামের বার্তা সংস্থা**- Nam News Network (NNN).

ন্যাম সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর যোগদান

১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত হয় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (NAM) চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলন। এ সম্মেলনে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করেন।

NAM-এর ৫ জন উদ্যোক্তা	
নাম	দেশ
জওহরলাল নেহেরু	ভারত
মার্শাল টিটো	যুগোশ্লাভিয়া
জামাল আবদেল নাসের	মিশর
কাওয়ামি নক্রুমা	ঘানা
আহমেদ সুকর্ণ	ইন্দোনেশিয়া

ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)

১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে বিজয়ী বলদর্পী ইসরাইল ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট জেরুজালেমে অবস্থিত মুসলমানদের পবিত্র 'আল আকসা' মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়। এর ফলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় মুসলিম দেশগুলো একটি সহযোগিতা সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালের ২২-২৫ সেপ্টেম্বর ২৫ টি মুসলিম দেশের অংশগ্রহণে মরক্কোর রাজধানী রাবাতে একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে OIC প্রতিষ্ঠিত হয়।

ORGANISATION OF ISLAMIC COOPERATION

- **বর্তমান পূর্ণরূপ-** Organisation of Islamic Cooperation.
- **প্রতিষ্ঠাকালীন পূর্ণরূপ** - Organisation of the Islamic Conference.
- **প্রতিষ্ঠাকালীন পূর্ণরূপ পরিবর্তন করে বর্তমান পূর্ণরূপ করা হয়-** ২০১১ সালে।
- **প্রতিষ্ঠিত হয়-** ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সালে; মরক্কোর রাবাতে।
- **সদরদপ্তর-** জেদ্দা, সৌদি আরব।
- **অফিসিয়াল ভাষা-** ৩ টি (আরবি, ইংরেজি ও ফরাসি)।
- **প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল-** ২৫ টি।

OIC ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত OIC'র দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করে এবং OIC'র ৩২তম সদস্যপদ লাভ করে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)

রোম চুক্তি: ২৫ মার্চ, ১৯৫৭ সালে বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, ইতালি, ফ্রান্স ও সাবেক পশ্চিম জার্মানি এ ৬ টি দেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা 'রোম চুক্তি' নামে পরিচিত। ১ জানুয়ারি, ১৯৫৮ সালে চুক্তিটি কার্যকরের মধ্য দিয়ে European Economic Community (EEC) প্রতিষ্ঠিত হয়।

ম্যাসট্রিচট চুক্তি: ১৯৯২ সালে নেদারল্যান্ডসের ম্যাসট্রিচট শহরে ঐতিহাসিক 'ম্যাসট্রিচট চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। ১ নভেম্বর, ১৯৯৩ সালে চুক্তিটি কার্যকর হয়। ১৯৯৩ সালে EEC নাম পরিবর্তন করে European Union (EU) নামকরণ করা হয়।

লিসবন চুক্তি: ২০০৭ সালে পর্তুগালের লিসবনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংস্কার বিষয়ক 'লিসবন চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটি কার্যকর হয় ১ ডিসেম্বর, ২০০৯ সালে। এই চুক্তির 'অনুচ্ছেদ ৫০'-এ ইউরোপীয় ইউনিয়ন জোট থেকে বের হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা আছে।

শেনজেন চুক্তি: ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভিসামুক্ত প্রবেশ সংক্রান্ত চুক্তি। ১৯৮৫ সালে লুক্সেমবার্গের শেনজেন শহরে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৫ সালে চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে ইউরোপে ভিসামুক্ত যাত্রা শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, শেনজেন চুক্তি ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত নয়।

- **প্রতিষ্ঠাকালীন নাম বা পূর্বনাম-** EEC.
- **EEC থেকে EU করা হয়-** ১৯৯৩ সালে।
- **সদর দপ্তর-** ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
- **দাপ্তরিক ভাষা-** ২৪ টি।
- **EU এর পতাকায় তারকার সংখ্যা-** ১২ টি।
- **সর্বশেষ ত্যাগকারী দেশ-** ব্রিটেন (৩১ জানুয়ারি, ২০২০)
- **EU ভুক্ত দেশসমূহের একক মুদ্রার নাম-** ইউরো।
- **ইউরো মুদ্রা চালু হয়-** ১ জানুয়ারি, ১৯৯৯ সালে।
- **EU ভুক্ত যতগুলো দেশে ইউরো চালু আছে-** ২০টি।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান সদস্য ২৭টি		
◆ অস্ট্রিয়া	◆ পোল্যান্ড	◆ আয়ারল্যান্ড
◆ সাইপ্রাস	◆ রোমানিয়া	◆ লাটভিয়া
◆ ডেনমার্ক	◆ স্লোভেনিয়া	◆ লুক্সেমবার্গ
◆ ফিনল্যান্ড	◆ সুইডেন	◆ নেদারল্যান্ডস
◆ জার্মানি	◆ বেলজিয়াম	◆ পর্তুগাল
◆ মাল্টা	◆ ফ্রান্স	◆ স্লোভাকিয়া
◆ ইতালি	◆ গ্রিস	◆ স্পেন
◆ হাঙ্গেরি	◆ লিথুনিয়া	◆ ক্রোয়েশিয়া
◆ চেকপ্রজাতন্ত্র	◆ এস্তোনিয়া	◆ বুলগেরিয়া

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অঙ্গসংস্থা	
সংস্থার নাম	সদর দপ্তর
ইউরোপীয় কাউন্সিল	ব্রাসেলস, বেলজিয়াম
ইউরোপীয় কমিশন	ব্রাসেলস (বেলজিয়াম) ও লুক্সেমবার্গ
ইউরোপীয় কোর্ট অব জাস্টিস	লুক্সেমবার্গ

CamScanner

কমনওয়েলথ অব নেশনস

বেলফোর ঘোষণা: ১৯২৬ সালে ইম্পেরিয়াল সম্মেলনের মধ্য দিয়ে কমনওয়েলথ ধারণার গোড়াপত্তন হয়। তখন নাম ছিল 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস'।

স্ট্যাচু অব ওয়েস্টমিনিস্টার: ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'স্ট্যাচু অব ওয়েস্টমিনিস্টার' নামে একটি আইন অনুমোদিত হয়।

লন্ডন ঘোষণা: ১৯৪৯ সালে লন্ডন ঘোষণার মাধ্যমে কমনওয়েলথ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে এবং 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস' নাম থেকে 'ব্রিটিশ' শব্দটি বাদ দিয়ে 'কমনওয়েলথ অব নেশনস' নামকরণ করা হয়।

- **'কমনওয়েলথ' হলো-** সাবেক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন।
- **কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয়-** ১৯৪৯ সালে।
- **সদর দপ্তর-** মার্লবোরো হাউজ, লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
- **কমনওয়েলথ এর প্রধান-** ব্রিটেনের রাজা।
- **কমনওয়েলথের বর্তমান সদস্য দেশ-** ৫৬ টি।
- **কমনওয়েলথ দিবস পালিত হয়-** প্রতিবছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সোমবার।
- **বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্য হয়-** ১৯৭২ সালে (৩৪ তম)।
- **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দেন-** ১৯৭৩ সালে; কানাডায় অটোয়ায়।

জাতিসংঘ (United Nations)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব নেতারা একটি সার্বজনীন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধি থেকেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এর ১৪ দফার ভিত্তিতে ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিপুঞ্জ (League of Nations)। পরবর্তীতে জাতিপুঞ্জ ব্যর্থ হলে যুদ্ধ বিরতি, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপর ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ গঠিত হয়।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন

লন্ডন ঘোষণা (১৯৪১ সালে)	◆ ঘোষণা করে ইউরোপের ৯টি দেশের প্রবাসী সরকার। ◆ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ।
আটলান্টিক সনদ (১৯৪১ সালে)	◆ স্বাক্ষর করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট। ◆ স্বাক্ষরিত হয় 'প্রিন্স অব ওয়েলস' নামক ব্রিটিশ জাহাজে। ◆ ১৪ আগস্ট 'আটলান্টিক চার্টার' নামে একটি সনদ ঘোষণা করেন। এটি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম চুক্তি।
ওয়াশিংটন ডিসি সম্মেলন (১৯৪২ সালে)	◆ আমেরিকার ৩২ তম প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জাতিসংঘের নামকরণ করেন।
সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন (১৯৪৫ সালে)	◆ ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা সনদে স্বাক্ষর করেন। ◆ পোল্যান্ড ৫১ তম দেশ হিসেবে সনদে স্বাক্ষর করে। ◆ ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ সনদ কার্যকর হয়। ◆ ২৪ অক্টোবরকে জাতিসংঘ দিবস বলা হয়।

বিবিধ তথ্য

- **প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য-** ৫১ টি।
- **প্রতিষ্ঠাকালীন ৫১ তম সদস্য রাষ্ট্র-** পোল্যান্ড।
- **বর্তমান সদস্য-** ১৯৩ টি (সর্বশেষ দক্ষিণ সুদান)।
- **জাতিসংঘের মোট ভাষা-** ৬টি।
- **জাতিসংঘের সদরদপ্তর-** নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- **জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত-** জাপানের টোকিওতে
- **জাতিসংঘ শান্তি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত-** কোস্টারিকায়।
- **জাতিসংঘের পতাকার রং-** ২টি (নীল ও সাদা)।
- **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর শিরোস্ত্রাণের রং-** নীল।
- **জাতিসংঘের মানবাধিকার চুক্তিটি হয়-** ১৯৪৮ সালে
- **সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা হয়-** ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে (প্যারিসে)।
- **বিশ্ব মানবাধিকার দিবস-** ১০ ডিসেম্বর।
- **নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদটির নাম-** CEDAW।
- **জাতিসংঘ লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন সংস্থা-** UN Women
- **জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল-** UNIFEM
- **জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা-** UNHCR.

মোট ভাষা- ৬ টি	
◆ ইংরেজি	◆ রুশ
◆ ফরাসি	◆ স্প্যানিশ
◆ চাইনিজ	◆ আরবি

জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ৬টি

০১ সাধারণ পরিষদ

- সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়- সেন্ট্রাল হল, ওয়েস্ট মিনিস্টার, লন্ডন।
- সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়- ১০ জানুয়ারি, ১৯৪৬।
- বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়- সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার।
- সাধারণ পরিষদে সভাপতির দায়িত্ব পালনকারী একমাত্র বাংলাদেশি- হুমায়ুন রশিদ।

০২ নিরাপত্তা পরিষদ

- নিরাপত্তা পরিষদের অপর নাম- স্বস্তি পরিষদ।
- নিরাপত্তা পরিষদের সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- Veto Power রয়েছে- ৫টি স্থায়ী সদস্য (Permanent Five-P5) দেশের। স্থায়ী সদস্য ৫ দেশ হলো- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স এবং চীন।
- ভেটো (Veto) শব্দের অর্থ- আমি মানি না; ভেটো শব্দটি ল্যাটিন ভাষা থেকে আগত।

০৩ অছি পরিষদ

- গঠন করা হয়- ১৯৪৫ সালে।
- কাজ- উপনিবেশের অধীন দেশগুলোকে স্বাধীন করা।

০৪ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

- বছরে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়- ২ বার; প্রতিটি অধিবেশন একমাস স্থায়ী হয়।
- অধিবেশন দু'টি বসে- একটি সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়, অপরটি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে।

০৫ আন্তর্জাতিক আদালত

- আন্তর্জাতিক আদালত- International Court of Justice (ICJ).
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৫ সালে; সদর দপ্তর- নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরের পিস প্যালেসে।
- বিচারক- ১৫ জন (বিচারকের মেয়াদ- ৯ বছর)।

০৬ জাতিসংঘ সচিবালয়

- জাতিসংঘ সচিবালয়- United Nations Secretariat.
- সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- প্রধান নির্বাহী- মহাসচিব; মেয়াদকাল- ৫ বছর।
- এ পর্যন্ত মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন- ৯ জন। যথা-

তম	নাম	দেশ
প্রথম	ট্রিগভেলি	নরওয়ে
দ্বিতীয়	দ্যাগ হেমারশোল্ড	সুইডেন
তৃতীয়	উ থান্ট	মিয়ানমার
চতুর্থ	কুর্ট ওয়াল্ডহেইম	অষ্ট্রিয়া
পঞ্চম	পেরেজ দ্যা কুয়েলার	পেরু
ষষ্ঠ	বুট্রোস বুট্রোস ঘালি	মিশর
সপ্তম	কফি আনান	ঘানা
অষ্টম	বান কি মুন	দক্ষিণ কোরিয়া
নবম	আন্তোনিও গুতেরেস	পর্তুগাল

জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা, কর্মসূচি, তহবিল ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা

World Bank

- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৪ সালে।
- সদর দপ্তর- ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।
- বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক প্রকাশনা- World Development Report (WDR).

বিশ্বব্যাংকের অঙ্গসংস্থা- ৫টি	
♦ IBRD	♦ ICSID
♦ IDA	♦ MIGA
♦ IFC	

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)

- IMF- International Monetary Fund.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৪ সালে।
- সদর দপ্তর- ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।

WHO

- WHO- World Health Organization.
- সদর দপ্তর- জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়- ৭ এপ্রিল।

WTO

- WTO- World Trade Organization.
- সদর দপ্তর- জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

ILO

- ILO– International Labour Organization.
- সদর দপ্তর- জেনেভায় (সুইজারল্যান্ড)।
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯১৯ সালে।

WTO

- WTO- World Tourism Organization.
- সদর দপ্তর- মাদ্রিদ, স্পেন।

FAO

- FAO- Food and Agricultural Organization.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৫ সালে।
- সদর দপ্তর- ইতালির রোম।

UNICEF

- UNICEF এর পূর্ণরূপ- United Nations Children's Fund
- পূর্বের পূর্ণরূপ- United Nations International Children Emergency Fund.
- সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র)।

UNESCO

- UNESCO- United Nations Education Scientific and Cultural Organization.
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৪৫ সালে।
- সদর দপ্তর- ফ্রান্সের প্যারিসে।

SDGs

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) হলো আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। SDGs-এর পূর্ণরূপ **Sustainable Development Goals**। ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এটি জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। SDGs-এর মেয়াদ ১৫ বছর (২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত)। এতে মোট **১৭টি প্রধান লক্ষ্যমাত্রা** এবং **১৬৯টি সহযোগী লক্ষ্যমাত্রা** রয়েছে।

১৭টি লক্ষ্যমাত্রা:

১. দারিদ্র্য বিমোচন
২. ক্ষুধা মুক্তি
৩. সুস্বাস্থ্য
৪. মানসম্মত শিক্ষা
৫. লিঙ্গ সমতা
৬. বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
৭. সাশ্রয়ী ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী
৮. কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি
৯. উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো
১০. বৈষম্য হ্রাস
১১. টেকসই নগর ও সম্প্রদায়
১২. পরিমিত ভোগ
১৩. জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ
১৪. জলজ জীবন
১৫. স্থলজ জীবন
১৬. শান্তি ও ন্যায়বিচার
১৭. লক্ষ্য অর্জনে অংশীদারিত্ব

CamScanner

অনুশীলনী

01. 'বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব কারও সাথে শত্রুতা বা বৈরিতা নয়'- এই নীতির ওপর বাংলাদেশের কী প্রতিষ্ঠিত?
A. অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক B. বৈদেশিক সম্পর্ক
C. রাজনৈতিক সম্পর্ক D. অর্থনৈতিক সম্পর্ক

02. সার্কের উদ্দেশ্য হলো-
A. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামি সংহতি বৃদ্ধি করা
B. বিশ্বশান্তি রক্ষা
C. মানবাধিকার সংরক্ষণ করা
D. দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের জীবন মান উন্নয়ন

03. ঢাকায় কত সালে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?
A. ১৯৮৪ B. ১৯৮৫ C. ১৯৮১ D. ১৯৭৭

04. SAARC এর পূর্ণরূপ কী?
A. South Asian Association for Rural Co-operation
B. South Asian Association for Regional Co-operation
C. South African Association for Regional Co-operation
D. South African Association for Rural Co-operation

05. প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোথায়?
A. নয়াদিল্লিতে B. ঢাকায় C. ইসলামাবাদে D. কাঠমুন্ডুতে

06. ও.আই.সি. প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
A. ১৯৬৯ B. ১৯৭০ C. ১৯৭১ D. ১৯৭২

07. ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
A. ব্রাসেলস B. রোম C. লন্ডন D. জাকার্তা

08. ইউরোপের একক মুদ্রা হিসেবে 'ইউরো' চালু হয় কত সালে?
A. ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ B. ১ নভেম্বর, ১৯৯৩
C. ১ জানুয়ারি, ২০০৪ D. ১ ডিসেম্বর, ২০০৯

09. কোন সালের কত তারিখ থেকে জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয়?
A. ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন B. ১৯৪৫ সালের ১৫ অক্টোবর
C. ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর D. ১৯৪৬ সালের ১০ জানুয়ারি

10. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
A. লন্ডন শহরে B. ওয়াশিংটন শহরে
C. নিউইয়র্ক শহরে D. সানফ্রান্সিসকো শহরে

11. কোন সংস্থাটি বিশ্বের মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে?
A. UNESCO B. UNICEF C. WHO D. ILO

12. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে সর্বপ্রথম কত সালে বাংলায় ভাষণ দান করেন?
A. ১৯৭২ B. ১৯৭৩ C. ১৯৭৪ D. ১৯৭৫

13. নিচের কোনটি 'জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল'?
A. UNIFEM B. UN WOMEN
C. CEDAW D. UNHCR

14. জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়নের সহযোগী লক্ষ্যমাত্রা কতটি?
A. ১৫টি B. ১৬টি C. ১৭টি D. ১৬৯টি

15. জাতিসংঘ শান্তি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত নিচের কোন দেশটিতে?
A. জাপান B. মেক্সিকো C. সুইজারল্যান্ড D. কোস্টারিকা

16. IMF এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
A. নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র B. রোম, ইতালি
C. ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র D. জেনেভো, সুইজারল্যান্ড

17. UNESCO-
A. United Nations Economical, Scientific a Cultural Organization
B. United Nations Economical, Science a Cultural Organization
C. United Nations Educational, Scientific a Cultural Organization
D. United National Educational, Scienti and Cultural Organization

18. বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়-
A. ৫ মার্চ B. ৫ এপ্রিল C. ৫ জুন D. ৫ জু

19. দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ পুরস্কার লাভ করে
A. ড. ফজলে খুদা B. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
C. ড. আতিক রহমান D. ফজলে আবেদ

20. বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট প্রকাশ করে জাতিসংঘের যে সংস্থা-
A.UNEP B. UNHCR C. UNDP D. UNF

21. CEDAW সনদে মোট ধারা হয়েছে-
A. ৩০টি B. ৩১টি C. ৪০টি D. ৪১টি

22. WTO এর বর্তমান সদর দপ্তর কোন দেশে অবস্থিত?
A. যুক্তরাষ্ট্র B. যুক্তরাজ্য C. ইতালি D. সুইজারল্যা

23. বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন-
A. ট্রিগভেলি B. বান কি মুন
C. উ থান্ট D. কফি আনান

24. আন্তর্জাতিক আদালতে যে দুটি দেশ প্রথমবারের মতো মামলা করেছি
A. যুক্তরাষ্ট্র-ফ্রান্স B. যুক্তরাজ্য-ফ্রান্স
C. ফ্রান্স-আলবেনিয়া D. যুক্তরাজ্য-আলবেনিয়া

25. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের এশিয়া ও প্র মহাসাগরীয় (ESCAP) এর সদর দপ্তর অবস্থিত-
A. বৈরুত, লেবানন B. ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
C.ইয়াঙ্গুন, মিয়ানমার D. ঢাকা, বাংলাদেশ

26. বাংলাদেশ জাতিসংঘের যততম অধিবেশনে সদস্যপদ লাভ করে-
A. ১৭তম B. ১৯তম C. ২৭তম D. ২৯তম

27. জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় এশিয়া মহাদেশে একমাত্র সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হ
A. কাসাব্লাঙ্কায় B. মস্কোতে C. তেহরানে D. বাগদাদে

উত্তরমালা

01	B	02	D	03	B	04	B	05	B
06	A	07	A	08	B	09	C	10	C
11	C	12	C						

উত্তরমালা

13	A	14	D	15	D	16	C	17	C
18	C	19	B	20	D	21	A	22	D
23	C	24	D	25	B	26	D	27	C

দশম অধ্যায়: নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা হলো– বারবার বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সিডর, ভূমিক্ষয়, বনাঞ্চল দ্রুত হ্রাস ইত্যাদি। জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ হলো 'পৃথিবীর উষ্ণায়ন'। জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে মূলত ২টি কারণে, যথা- প্রাকৃতিক কারণ ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণ। নানা কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। এগুলো হলো- বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, ওজোন স্তরের ক্ষয়, বৃক্ষ নিধন ও বনভূমি উজাড়, অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন এবং কৃষিতে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদি।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

▪ গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি	▪ ঋতু পরিবর্তন
▪ ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি	▪ অব্যাহত বন্যা
▪ সুপেয় পানির সংকট	▪ কৃষি উৎপাদনে জটিলতা
▪ বৃষ্টিপাত হ্রাস	▪ মরুকরণ
▪ বৃষ্টিপাত হ্রাস	▪ জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস
▪ লবণাক্ততা বৃদ্ধি	▪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি

এইডস (AIDS)

এইচআইভি (HIV) নামক এক ধরনের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে এইডস (AIDS) রোগের সৃষ্টি হয়। এইচআইভি ভাইরাস মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

- **HIV**- Human Immuno Deficiency Virus.
- **AIDS**- Acquired Immuno Deficiency Syndrome.
- **পৃথিবীতে প্রথম এইডস রোগী শনাক্ত হয়**- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

অনুশীলনী

01. যে ভাইরাস মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় এবং যার ফলে এইডস রোগ হয় তার নাম-

A. HIV　　B. HIZ
C. HIM　　D. HIP

02. AIDS এর পূর্ণরূপ কোনটি?

A. Acquired Immune Definiency Syndrome
B. Acquired Immune Definiency Syndroe
C. Achieved Immune Deficiencey Syndrome
D. Achieved Immune Deficiency Syntom

03. জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার প্রভাবে বাংলাদেশে-

A. লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবে　　B. ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাবে
C. কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবে　　D. উপরের সবগুলো

04. নিচের যেটি বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য দায়ী-

A. শিল্প কারখানা　　B. গাছপালা
C. মানুষ　　D. নদ-নদী

উত্তরমালা							
01	A	02	A	03	D	04	C

অর্থনীতি প্রথম পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

অর্থনীতি প্রথম পত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়

(স্টার [*] চিহ্ন দ্বারা গুরুত্বের পরিমাণ বুঝানো হয়েছে।)

স্টার মার্ক	অধ্যায়
*****	প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও নবম
***	অষ্টম ও দশম
*	পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম

CamScanner